লাল পাঞ্জা

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এক টাকা চারি আনা

দ্বিতীয় সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৫৩

বেঙ্গল পাবলিশার্সের পক্ষে প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীপতি প্রেসের পক্ষে মুদ্রাকর—শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস, ১৪, ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা--কানু মুখোপাধ্যায়, ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও। বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স।

চরিত্র

—পুরুষ—

আশুতোষ	প্রৌঢ় ধনী ব্যবসায়ী
কেশব	ঐ
ত্রিদিব	ব্যারিষ্টার
অজয়	আশুতোষের সেক্রেটারী
কুমার	কেশবের পুত্র
শেখর	মদ্যপ যুবক
মৃত্যুঞ্জয়	বীমার দালাল
লালচাঁদ পাণ্ডা	পুলিশ ইন্সপেক্টর
রণবীর	ডাক্তার

ভদ্রলোক, কম্পাউণ্ডার ও ভৃত্য

—স্ত্রী—

আলতা	আশুতোষের কন্যা
ঝর্ণা	কেশবের কন্যা
অনসূয়া	শেখরের ভগিনী

ভদ্রমহিলা, ঝি ইত্যাদি।

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আর কয়েকখানা বহুখ্যাত পুস্তক

কাঁচা মিঠে
কালকূট
কালিদাস
চুয়া-চন্দন
জাতিস্মর
ঝিন্দের বন্দী
টিকিমেধ
ডিটেকটিভ
দন্তরুচি
পঞ্চভূত
পথ বেঁধে দিল
বন্ধু
বিষকন্যা
বিষের ধোঁয়া
ব্যুমেরাং
ব্যোমকেশের কাহিনী
ব্যোমকেশের গল্প
ব্যোমকেশের ডায়েরী
রাতের অতিথি

লাল পাঞ্জা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রসিদ্ধ ধনী ব্যবসায়ী আশুতোষ রায়ের বাড়ীতে তাঁহার লাইব্রেরী ঘর। রাত্রি আন্দাজ সাড়ে আটটা। আশুতোষ বাবু ঘরময় পায়চারি করিতেছেন। তাঁহার বয়স পঞ্চাশ, শীর্ণ মুখ, চোখে একটা আতঙ্কপূর্ণ সতর্কতা। তিনি মাঝে মাঝে চমকিয়া গরাদযুক্ত খোলা জানালার দিকে তাকাইতেছেন।

আশুতোষ। লাল পাঞ্জা!—লাল পাঞ্জা! [ভীতভাবে পিছনে তাকাইলেন] না—ভয় পাচ্ছি কেন? সে ত আমার কোনও অনিষ্ট করতে চায় না, বরং……[টেবিলের উপর হইতে একটা রক্তবর্ণ হাতের পাঞ্জার আকৃতির কাগজ তুলিয়া লইলেন, তাহার উপর লিখিত কয়েকটি কথা পাঠ করিলেন, আবার রাখিয়া দিলেন]—কিন্তু—কিন্তু—(সহসা টেবিলের উপর স্থিত ঘন্টি টিপিলেন।)

জনৈক আর্দ্দালির প্রবেশ

আশুতোষ। অলকা কোথায়?

আর্দ্দালি। আজ্ঞে, তিনি ত পার্টিতে গেছেন।

আশুতোষ। কোথায় গেছে? কার বাড়ীতে পার্টি?।

আর্দ্দালি। তা ত মিসিবাবা কিছু বলে যান নি হুজুর।

আশুতোষ। টেলিফোনে চারিদিকে খোঁজ নাও—যেখানে থাকে এখনি তাকে ডেকে পাঠাও।

আর্দ্দালি। যো হুকুম—

(প্রস্থানোদ্যত)

আশুতোষ। কিন্তু—থাক। ডাকবার দরকার নেই। যাও [আর্দ্দালি প্রস্থান করিল] আজকের রাতটা আমোদ করে নিক। কাল থেকে বন্ধ করে দেব। [উপবেশন] লাল পাঞ্জার হুকুম! কাউকে এখনো বলিনি। কিন্তু—না, সত্যিই ত! আলতা যেন দিন দিন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠছে, কেবল থিয়েটার, পাটি, নাচ নিয়ে মত্ত হয়ে আছে। মা মরা মেয়ে, শাসনও করতে পারিনা—[নিজ বক্ষে হস্ত রাখিয়া] কিন্তু আমিও ত বেশী দিন নয়। Angina Pectoris যখন ধরেছে—! তার ওপর লাল পাঞ্জা!

কিছুক্ষণ মাথায় হাত রাখিয়া চিন্তা করিলেন, তারপর ঘন্টি বাজাইলেন।

আর্দ্দালির প্রবেশ

আশুতোষ। অজয়বাবুকে ডেকে দাও—

আর্দ্দালি। যো হুকুম— (নিষ্ক্রান্ত

আশুতোষ। অজয়কে সব কথা বলব—কিছু লুকোব না। মনে হচ্চে, আজ না বললে আর বলবার সুযোগ পাব না। হয়ত এর পরে নিজের দুষ্কৃতির কথা লজ্জায় বলতে পারব না।

অজয়ের প্রবেশ। সৌম্য মূর্ত্তি যুবক, গায়ে একটি মোটা খদ্দরের চাদর।

আশুতোষ। এস অজয়। এই চেয়ারটাতে বস—

(অজয় নির্দ্দিষ্ট চেয়ারে উপবিষ্ট হইল)

আশুতোষ [চারিদিকে তাকাইয়া] অজয়, লাল পাঞ্জার নাম শুনেছ

অজয়। শুনেছি বৈকি। লাল পাঞ্জার নামে ত দেশে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

আশুতোষ। অজয়, আমি লাল পাঞ্জার চিঠি পেয়েছি।

অজয়। [সবিস্ময়ে] সে কি! আপনি!

আশুতোষ। হ্যাঁ, আমি।

অজয়। কিন্তু—যতদূর শুনেছি, দুষ্টের দমন করাই লাল পাঞ্জার কাজ! আপনি ত সেরকম কিছু করেন নি।

আশুতোষ। আমি কি করেছি তা তুমি জানোনা কিন্তু লাল পাঞ্জা জানে। লাল পাঞ্জার অজানা কিছু নেই! তবু কেন জানিনা, সে আমাকে আমার দুষ্কৃতির জন্যে শাসন করতে চায়নি—বরং বন্ধুর মতন আমাকে সাবধান করে দিয়েছে।

অজয়। আশ্চর্য্য! এ রকম ত কখনো শুনিনি।

আশুতোষ। এই ভাখ [পাঞ্জা দেখাইলেন]

অজয়। [পাঞ্জা লইয়া] তাইত! এই যে লেখা রয়েছে—'আপনার কন্যা আলতা দেবীর উচ্ছৃঙ্খলতা সংযত করুন। বাঙালী গৃহস্থ কন্যার এরূপ স্বেচ্ছাচার শোভা পায় না।' এ যে রীতিমত হিতোপদেশ দিয়েছে দেখছি।

আশুতোষ। অজয়, তুমিও হয়ত লক্ষ্য করেছ, আলতা সম্প্রতি কিছু বাড়াবাড়ি করছে। মেয়েদের স্বাধীনতা ভাল, কিন্তু তারও একটা সীমা আছে, স্বৈরাচার ভাল নয়। তোমার কি মনে হয়?

অজয়। প্রভুকন্যার আচরণ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করবার আমার অধিকার নেই।

আশুতোষ। তোমার অধিকার আছে, সে কথা আমি পরে বলছি। অজয়, আজ সকালে লাল পাঞ্জার এই চিঠি পেয়ে শুধু আলতার আচরণ নয়, নিজের অতীত জীবনটাও যেন চোখের সামনে দেখতে পেলুম। [কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া] অজয়, জীবনে আমি অনেক অন্যায় করেছি। এই যে আমার অতুল ঐশ্বর্য্য দেখছ, এর ভিৎ—বিশ্বাসঘাতকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

অজয় বিস্ময় প্রকাশ করিল না, শান্তমুখে নীরব হইয়া রহিল।

আশুতোষ। যৌবনে অদম্য অর্থ লালসায় আমি এক মহাপাতক করেছিলুম। আজ তোমার কাছে কিছু লুকোব না। মনে হচ্চে, লাল পাঞ্জার চিঠি আমার বিবেকের চিঠি—বন্ধু হত্যার রক্তে রাঙা হয়ে আমাকে আমার পাপের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছে। উঃ! [কিছুক্ষণ দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া রহিলেন] তোমার বাবা প্রিয়নাথ যৌবনে আমার বন্ধু ছিলেন।

অজয়। জানি।

আশুতোষ। জানো! কিন্তু তুমি কি করে জানলে? তোমার বাবার যখন মৃত্যু হয় তখন ত তুমি আট নয় বছরের ছেলে।

অজয়। বাবার মৃত্যুর পর আমি অনাথ আশ্রমে প্রতিপালিত হয়েছিলুম, তারপর লেখাপড়া শেষ করে যখন বেরুলুম তখন কোথাও আশ্রয় নেই। সেই সময় আপনি হঠাৎ এসে আমাকে সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত করলেন; এই অযাচিত কৃপা দেখে আমার মনে হয়েছিল যে, আমার বাবার সঙ্গে হয়ত আপনার পরিচয় ছিল।

আশুতোষ। সেজন্যে নয়, অজয়, শুধু সেজন্যে নয়। অনুতাপের তাড়নায় তোমাকে সাহায্য করেছিলুম। শোনো, তোমার বাবা আমাদের বন্ধু ছিলেন। তাঁর টাকা ছিল, আর, আমরা দুজন ছিলাম নিঃস্ব।

অজয়। দু'জন! আপনার সঙ্গে কি আর কেউ ছিলেন?

আশুতোষ। হঁ, আর একজন ছিল। সে ছিল সব কাজে আমার মন্ত্রণাদাতা। কিন্তু তার নাম করব না, জীবনে টাকার মোহে অনেক বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, সে পাপ আর বাড়াব না।

অজয়। আমি তাঁর নাম জানতে চাইনি।

আশুতোষ। তারপর শোনো। আমরা পরামর্শ করে প্রিয়নাথের

কাছে টাকা ধার চাইলুম। বন্ধুদের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস ছিল, সে কোনো রকম লেখাপড়া না করে তার সমস্ত পুঁজি আমাদের ধার দিলে। সেই টাকা নিয়ে আমরা কলকাতায় ব্যবসা ফেঁদে বসলুম। [কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া] বছরখানেক পরে, প্রিয়নাথ হঠাৎ রোগে পড়ল। ডাক্তারেরা সন্দেহ করলেন টি বি; ভাল চিকিৎসা এবং হাওয়া বদলানো দরকার। প্রিয়নাথের হাতে বেশী টাকা ছিলনা, চাকরীও ছেড়ে দিতে হল। সে আমাদের কাছে তার টাকা চেয়ে পাঠালে। তখন আমাদের ব্যবসার একটা মস্ত টাল যাচ্চে। নতুন ব্যবসা, এসময় প্রিয়নাথের টাকা ফেরৎ দিলে হয়ত ব্যবসা ফেঁসে যেত। আমরা দু'জনে পরামর্শ করে প্রিয়নাথের ঋণ অস্বীকার করলুম।

আশুতোষ থামিলেন, অজয় নিজের করতলের দিকে তাকাইয়া নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিল।

আশুতোষ। প্রিয়নাথ আর দ্বিতীয়বার টাকা চাইলে না। তার রোগ ক্রমে বেড়ে উঠল। সুচিকিৎসা হল না। কোনো চিকিৎসাই সে করালে না; বোধ হয় মনুষ্য জীবনের ওপর তার ঘৃণা জন্মে গিয়েছিল। তারপর ছমাস যেতে না যেতে তার মৃত্যু সংবাদ পেলুম। মনে আছে, খবর পেয়ে মস্ত একটা আরামের নিশ্বাস ফেলেছিলুম—

অজয়। [সহসা দাঁড়াইয়া উঠিয়া] এসব কথা আজ আমাকে বলছেন কেন?

আশুতোষ। প্রায়শ্চিত্ত করছি—প্রায়শ্চিত্ত করছি! শোনো আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে—অ্যান্‌জাইনা ধরেছে, কোনরকমে এমিল্ নাইট্রেটের ক্যাপসুল শুঁকে বেঁচে আছি। কিন্তু এভাবে জোড়া-তাড়া দিয়ে আর কদ্দিন? শিগ্‌গির যেতে হবে। তাই যাবার আগে ভাল করে প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। তুমি বস—[অজয় বসিল] অজয়,

আজ আমি আমার উইল তৈরি করেছি। উইলে আমার মৃত্যুর পর তোমাকে আমার মেয়ে আলতার অভিভাবক নিযুক্ত করেছি।

অজয়। আমাকে?

আশুতোষ। হ্যাঁ, তোমাকে জেনে শুনেই করেছি। তুমি যদি তোমার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে চাও, আমার মেয়ের ওপর সহজেই প্রতিশোধ নিতে পারবে, তাই তাকে তোমার হাতে তুলে দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু জানি তুমি তা পারবে না। এই দু'বছরে আমি তোমাকে চিনেছি, একজনের অপরাধে আর একজনকে শাস্তি দিতে তুমি পারবে না।

অজয়। কিন্তু এ গুরুভার আমার মাথায় না দিয়ে—

আশুতোষ। আমার বিষয় সম্পত্তির ভার তোমার মাথায় চাপাই নি। তুমি সৎ, কিন্তু ছেলেমানুষ—বিষয়বুদ্ধিতে এখনও কাঁচা; তাই আমার বন্ধু কেশবকে আমার সম্পত্তির ট্রাষ্টি নিযুক্ত করেছি।

অজয়। তাঁকে আপনার মেয়ের অভিভাবক নিযুক্ত করলেও ত পারেন।

আশুতোষ। অজয়, কেশব আমার বাল্যবন্ধু, সারা জীবন আমরা দুজন একই পথে চলেছি। তবু, আলতাকে তার হাতে সঁপে দিতে পারি নি, কোথায় যেন বেধে গেছে। হয়ত আমি শিগ্‌গির মরব না; কিন্তু যদি মরি, তুমি তার অভিভাবক থাকবে। তাকে সৎশিক্ষা দেবে, দরকার হলে শাসন করবে, সদ্‌বংশে সৎপাত্রে তার বিয়ে দেবে—এই আশা করেই আমি তোমাকে তার অভিভাবক নিযুক্ত করেছি।

অজয়। কিন্তু আপনি বোধ হয় জানেন, আপনার মেয়ে আমার প্রতি—

আশুতোষ। তোমার প্রতি সে খুব প্রসন্ন নয়। তুমিও তার চপলতা পছন্দ কর না, তাও আমি লক্ষ্য করেছি। কিন্তু অজয়, আলতা

এখনও ছেলে মানুষ, মাত্র উনিশ বছর তার বয়স,—এখনও তাকে সংশোধন করবার অনেক সময় আছে। আর আমার বিশ্বাস, যদি কেউ তাকে বশ করতে পারে ত সে তুমি—

আর্দ্দালির প্রবেশ

আর্দ্দালি। কেশব বাবু এসেছেন।

আশুতোষ। নিয়ে এস— [আর্দ্দালি নিষ্ক্রান্ত

অজয়। কিন্তু আমি—

আশুতোষ। আজ এই পর্য্যন্ত থাক। তোমাকে সব কথা বলে আমার মনটা হালকা হয়েছে। যদি আরও কিছু আলোচনা করবার থাকে, কাল হবে।

অজয়। বেশ—[ঘড়ির দিকে তাকাইয়া] আজ আর বোধ হয় অন্য কোনও কাজ নেই? আমি বাড়ী যেতে পারি?

আশুতোষ। হ্যাঁ, যাও।—[নিজ মনে] ন'টা বেজে গেছে, এখনও আলতা ফিরল না। যাক, আজকের রাতটা—

কেশব প্রবেশ করিলেন। অজয় তাঁহাদের নমস্কার করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল। কেশবের দেহ স্থূল, মাথার চুল অধিকাংশ পাকিয়া গিয়াছে, মুখের মাংস লোল হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে, স্বভাবতঃ রক্তবর্ণ চোখের কোলে গভীর কালীর দাগ। বর্ত্তমানে তাঁহার দৃষ্টি বিভ্রান্ত; তিনি অজয়কে লক্ষ্য করিলেন না।

আশুতোষ। কেশব, তুমি এসেছ ভালই হয়েছে।

কেশব। ভালই হয়েছে! [সাগ্রহে] আশু, তবে কি তুমি বুঝতে পেরেছ আমি কেন এসেছি?

আশুতোষ। না—কি হয়েছে!

কেশব। কি হয়েছে! [শুষ্ক হাস্য] খবর পাওনি তা হলে! ব'স—বলছি [দ্বার বন্ধ করিলেন

আশুতোষ। ব্যাপার কি কেশব! তুমি অমন করছ কেন?

কেশব। [পাশে বসিয়া আশুতোষের হাত ধরিয়া] আশু, তুমি আমার আজীবনের বন্ধু; আজ বন্ধুর কাজ করবে?

আশুতোষ। [হতবুদ্ধি ভাবে] বন্ধুর কাজ!

কেশব। হ্যাঁ—আমাকে কিছু টাকা ধার দেবে?

আশুতোষ। ধার!—কত?

কেশব। তোমার পক্ষে কিছুই নয়—এক লাখ পঁচাশি হাজার।

আশুতোষ। সে কি!

কেশব। শেয়ার মার্কেটে speculate করেছিলুম, এক লাখ আশী হাজার ধার হয়েছে। সাতদিনের মেয়াদ—আসছে শনিবারে ধার শোধ না করলে—

আশুতোষ। কিন্তু সেজন্যে ধার চাইবার দরকার কি? তুমি নিজেই ত ইচ্ছে করলে ব্যাঙ্ক থেকে দু'লাখ টাকা বার করতে পার।

কেশব। [বিকৃত হাস্য] পারতুম, কিন্তু এখন আর পারি না। এখন আমার বাড়ী গাড়ি ঘটিবাটি বিক্রি করলেও দু'হাজার টাকা উঠবে না। সব গেছে।

আশুতোষ। সব গেছে?

কেশব। হ্যাঁ, শেয়ার মার্কেটের জুয়ায় সব গেছে। এখন যদি শনিবারের ধার শোধ করতে না পারি, আত্মহত্যা করতে হবে।

আশুতোষ। কিন্তু—আমি যে তোমাকে আমার উইলে—

কেশব। কি—কি—?

আশুতোষ। কেশব, আজ আমি আমার উইল তৈরী করেছি; তাতে তোমাকে আমার সম্পত্তির ট্রাষ্টি নিযুক্ত করেছিলুম। কিন্তু—

কেশব। আমাকে ট্রাষ্টি করেছিলে? [মুখে আনন্দ ফুটিয়া উঠিয়া আবার নিবিয়া গেল]—কিন্তু সে ত তোমার মৃত্যুর পর—অর্থাৎ—[থামিয়া গেলেন]

আশুতোষ। কিন্তু এখন ত আর আমি তোমাকে ট্রাষ্টি রাখতে পারি না।

কেশব। কেন?

আশুতোষ। কেশব, তুমি যতদিন ধনী ছিলে ততদিন তোমাকে হয়ত বিশ্বাস করতে পারতুম, কিন্তু এখন কি করে বিশ্বাস করব? তুমি ত আমার মেয়েকে ঠকিয়ে সমস্ত আত্মসাৎ করবে। না—কালই আমি উইল বদলে ফেলব।

কেশব। বেশ, তাই ক'রো, তোমার উইল সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার নেই। কিন্তু এখন আমাকে ঐ টাকাটা দাও—শপথ করছি—

আশুতোষ। বন্ধুকে টাকা ধার দেওয়া!—কেশব, প্রিয়নাথকে মনে আছে? বন্ধুকে টাকা ধার দেওয়া যদি সহ্য না হয়?

কেশব। আমাকে বিশ্বাস না করতে পারো, রীতিমত রেজিষ্ট্রী করে টাকা দাও—তা হলে ত আর ভয় নেই!

আশুতোষ। না কেশব, আমি তোমাকে অত টাকা ধার দিতে পারব না। আমার শরীরের যে অবস্থা, আজ আছি কাল নেই। তারপর আমার নাবালিকা মেয়ে যদি তোমার কাছ থেকে টাকা উদ্ধার না করতে পারে? মেয়েকে ত পথে বসিয়ে যেতে পারি না। [উঠিলেন] উইলখানা বদলে ফেলব—[নিজ মনে] অজয়কেই ট্রাষ্টি করি, আর ত কেউ নেই। সে ছেলেমানুষ কিন্তু চুরি করবে না—

কেশব। দেবে না?

আশুতোষ। না কেশব। কি জানি কেন, তোমার সম্বন্ধে চিরদিনই আমার মনে একটা দুর্ব্বলতা আছে। তোমার কথা কোনো দিন এড়াতে পারিনি; কিন্তু আজ লালপাঞ্জার চিঠি পেয়ে নিজের স্বরূপ যেমন দেখতে পেয়েছি, আর সকলকেও তেমনি চিনতে পেরেছি।

যেখানে টাকার গন্ধ আছে সেখানে ত আর তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি না বন্ধু।)

কেশব। দেবে না তাহলে! অকৃতজ্ঞ scoundrel! আজ যে তোমার এত সম্পত্তি সে কার জন্যে? প্রিয়নাথের কাছ থেকে টাকা ধার নেবার পরামর্শ কে দিয়েছিল? আমি। তারপর সে যখন টাকা ফেরত চাইলে তখন গাড়োলের মত টাকা ফেরত দিতে যাচ্ছিলে—আমি যদি না আটকে রাখতুম, তাহলে আজ এ সব আসত কোথা থেকে? বেইমান কৃতঘ্ন কোথাকার!

আশুতোষ। কেশব—কেশব—সহসা বুকে হাত রাখিয়া বসিয়া পড়িলেন; কেশব হিংস্রভাবে তাকাইয়া রহিলেন।

অ্যান্‌জাইনার অ্যাটাক্! কেশব—শিগ্‌গির [হস্ত দ্বারা ইঙ্গিত করিলেন

কেশব। কী—কী—?

আশুতোষ। শিগ্‌গির—আমার দেরাজের মধ্যে—ওষুধের ক্যাপসুল আছে—

কেশব। কী—কী—?

তাঁহার মুখের ভাব আশায় ও আশঙ্কায় ভীষণাকৃতি হইয়া উঠিল

আশুতোষ। দেরাজের মধ্যে—শিগ্‌গির—উঃ বুক ফেটে যাচ্ছে—ওষুধ আছে তাই ভেঙে আমার নাকের কাছে ধর—

কেশব। [নিজমনে] ট্রাষ্টি—ট্রাষ্টি—! দেখি দরজা বন্ধ আছে ত!

(দরজা দেখিলেন)

আশুতোষ। কেশব—বাঁচাও—শিগ্‌গির—উঃ!

কেশব দেরাজ খুলিয়া কয়েকটি এমিল্ নাইট্রেটের ক্যাপসুল বাহির করিয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন; আশুতোষকে দিলেন না

দিলে না! উঃ—আ ল তা— [মৃত্যু]

কেশব। [কাছে আসিয়া] হয়ে গেছে! এইবার—[উচ্চকণ্ঠে]

(কাপড়ুল ভাঙিয়া নাকের কাছে ধরিলেন। জানালার গরাদের ভিতর দিয়া লাল মুখোষ পরা একটা ভয়ঙ্কর মুখ দেখা গেল। সে হাতের রক্তবর্ণ পাঞ্জা তুলিয়া ধরিয়া বিকট স্বরে হাস্য করিয়া উঠিল।)

কেশব। [ভয় বিকৃত-কণ্ঠে] লাল পাঞ্জা!

দ্বিতীয় দৃশ্য

ব্যারিষ্টার ত্রিদিব রায়ের প্রশস্ত ড্রয়িং রুম। কয়েকটি আধুনিক তরুণ তরুণী ইতস্তত বসিয়া আছেন। ঝর্ণা পিয়ানোর সম্মুখে বসিয়া গান গাহিতেছে; সে খুব সুন্দরী নয়, কিন্তু মুখের ডৌল অতি সুকুমার ও মিষ্ট—বয়স সতের-আঠার। আলতা—অপরূপ সুন্দরী, গৌরী কৃশাঙ্গী—একটি সেটিতে বসিয়া গানের তালে তালে পা নাড়িতেছে; তাহার পরিধানে রূপালী জরীর শাড়ী, হাতে হাতীর দাঁতের পাখা, বেণীতে যুঁথী পুষ্প বিজড়িত। সেই সেটির অন্য কোণে বসিয়া ডাক্তার রণবীর একটি মোটা চুরুট টানিতেছে ও একদৃষ্টে আলতার পানে তাকাইয়া আছে; রণবীরের চেহারা গজস্কন্ধ, কথা বলিবার ভঙ্গী ঈষৎ মুরুব্বিয়ানা ব্যঞ্জক। অদূরে আর একটি সেটির এক-প্রান্তে কুমার অর্দ্ধশয়ান থাকিয়া দীর্ঘ হোলডারে সিগারেট টানিতেছে, তাহার দুঃস্বপ্ন ভরা দৃষ্টি শূন্যে নিবদ্ধ। সে কবিতা-প্রিয় ও কল্পনা-বিলাসী, অধিকাংশ সময় কবিতা উদ্ধৃত করিয়া কথা বলে। ঐ সেটীতে মৃত্যুঞ্জয় বসিয়া আছেন; কোট-প্যাণ্ট পরা, বেঁটে গোঁপ-কামানো ব্যক্তি, মুখের বর্ণ এত কালো যে হাসিলে দাঁতগুলি অস্বাভাবিক শাদা দেখায়, কিন্তু তিনি স্বভাবত গম্ভীর। তাঁহার হাতে একটী চামড়ার স্যাচেল। গান চলিতেছে—

আমার মন-চুয়ানো মধু—
ঝরবে যখন—বাতাসে ক্ষরবে যখন
—আসবে না কি বঁধু?
গন্ধে যখন ভরবে চরাচর
আসবে না কি মধু—মাতাল
পাগল মধুকর?
ওগো তার তরে যে আমি
পথটি চেয়ে কাটাই দিবাযামী,

আমার বুকের বরমালা
সুখের মধু-ঢালা
পরিয়ে দেব তার গলাতে
আসবে যখন বরমালার বর—
মধু-পাগল মধুকর।

গান শেষ হইলে পুরুষগণ মৃদুহস্তে করতালি দিলেন ; ঝর্ণা লজ্জিত মুখে আলতার পাশ ঘেঁষিয়া বসিল

আলতা। বরমালার বরের জন্যে ভারি অস্থির হয়ে পড়েছিস্ যে! দেখিস্, মন-চুয়ানো মধু যাকে তাকে দিয়ে ফেলিস নি যেন ;—একটা কাঁচের জারের মধ্যে যত্ন করে ধরে রাখিস্!

ঝর্ণা। যাঃ! আলতাদি'র সবতাতেই ঠাট্টা! সকলে মিলে গাইতে বল্‌লেন তাই গাইলুম, নইলে আমি কি ভাল গান জানি?

রণবীর। কেন, আপনি ত ভালই গাইলেন। আপনার গলাটি বেশ মিষ্টি!

মৃত্যুঞ্জয়। মিষ্টি! খুব মিষ্টি! ভয়ঙ্কর মিষ্টি! একদম মিষ্টি!

সকলে কিছুক্ষণ অবাক হইয়া রহিলেন

আল্‌তা। খুব সাবধানে থাকিস ঝর্ণা। তোর গলা যে রকম ভয়ঙ্কর মিষ্টি, হয়ত কোনদিন পিঁপড়ে ধরবে। মাঝে মাঝে রোদ্দুরে দিস্!

মৃত্যুঞ্জয়। [হঠাৎ হাস্য] হিঃ হিঃ হিঃ—

কুমার। [নিজ মনে] দেবি, মরণে ভাবিনা আর ভয়ঙ্কর অতি।

তুমি যাহে দেছ পদ, সে যে ফুল্ল কোকনদ
সে নহে শ্মশান-চুল্লী ভীষণ মুরতি॥

মৃত্যুঞ্জয় হাসিতে হাসিতে কুমারকে অকস্মাৎ চিমটি কাটিলেন;
কুমার চমকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল

মৃত্যুঞ্জয়। হিঃ হিঃ হিঃ—

হঠাৎ গম্ভীর হইলেন।

কুমার। [রণবীরকে জনান্তিকে] কে হে লোকটা?

রণবীর। চিনি না। বোধ হয় ত্রিদিব বাবুর বন্ধু!—কি হয়েছে?

কুমার। মনে হল হঠাৎ আমাকে চিমটি কাটলে!

রণবীর। বল কি! চিমটি কাটলে!—না, ও তোমার ভুল। হয়ত ছারপোকা কামড়েছে—

কুমার। ছারপোকা! তা হবে—

ছারপোকা কামড়েছে নিতম্ব ফুলে গেছে
ছারপোকাগুলো ভারি বজ্জাৎ!

মৃত্যুঞ্জয়। [ঝর্ণাকে] গলা সম্বন্ধে আপনার খুব সাবধান হওয়া দরকার।

ঝর্ণা। [শঙ্কিত] কেন? কি হয়েছে!

মৃত্যুঞ্জয়। গলা খারাপ হয়ে গেলেই গেল। কিন্তু ইন্সিওর করে রাখলে আর লোকসানের ভয় নেই।

ঝর্ণা। গলাও কি ইন্সিওর করা যায় নাকি?

মৃত্যুঞ্জয়। চুলের ডগা থেকে পায়ের সুকতলা পর্য্যন্ত ইন্সিওর করা যায়। এই দেখুন— স্যাচেল খুলিতে উদ্যত।

রণবীর। ও—আপনি বীমার দালাল।—কিন্তু এখানে ঢুকলেন কি করে?—বলি, ত্রিদিব বাবুর সঙ্গে পরিচয় আছে—না দোর খোলা দেখে ঢুকে পড়েছেন?

মৃত্যুঞ্জয়। পরিচয় আছে—তিনি আমার একটি লাইফ!

রণবীর। তা হলে আর কিছু বল্‌বার নেই।—যাক, বাজে সময় নষ্ট হচ্ছে। ত্রিদিব বাবু যখন আমাদের নিমন্ত্রণ করে নিজেই অনুপস্থিত, তখন তাঁর কর্ত্তব্য আমরাই করি। মিস্‌ আল্‌তা, ঝর্ণা দেবীর গানের পরে আপনার নৃত্য ছাড়া আর কিছু জমবে না। সুতরাং—একটা অজন্তা-নৃত্য—

আলতা। কিন্তু আমি ত নাচের ড্রেস পরে আসিনি।

রণবীর। কোনও ক্ষতি নেই। [সাগ্রহ মৃদু কণ্ঠে]—আপনি যে বেশেই নাচুন, আমি মুগ্ধ হবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছি। মিস্‌ আল্‌তা সেদিন মিলন-মন্দিরের উৎসবে একটিবার আপনার নৃত্য দেখেছিলুম, সেই থেকে প্রত্যহ রাত্রে আমি আপনাকে স্বপ্ন দেখি—

আলতা। [পাখার দ্বারা মৃদু প্রহার করিয়া] মিথ্যে কথা বলতে আপনাদের একটুও বাধে না।

রণবীর। মিথ্যে কথা নয়—এই অগ্নি ছুঁয়ে বলছি—

[সিগার তুলিয়া ধরিল]

আলতা। আচ্ছা আচ্ছা—!

রণবীর। তাহলে নাচুন।

আলতা। আপনার যখন এত আগ্রহ—, ঝর্ণা তুই একটা নাচের গান বাজা— [উঠিল]

মৃত্যুঞ্জয়। আপনার পা দুটি ইন্সিওর করা আছে ত! যদি না থাকে—

রণবীর। কোনও লোকসান হবে না! কারণ উনি প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যকলা দেখাবেন, বিলিতি জিমন্যাষ্টিক দেখাবেন না।

মৃত্যুঞ্জয় হঠাৎ হাসিয়া রণবীরের পেট খামচাইয়া ধরিলেন।

মৃত্যুঞ্জয়। হিঃ হিঃ হিঃ—

রণবীর। ও কি মশাই, পেট খামচাচ্ছেন কেন। ছাড়ুন—ছাড়ুন! আরে, এ ত বিপদ হল দেখছি! আপনি কি রকম ভদ্রলোক মশাই!

অপরিমিত হাস্যে মৃত্যুঞ্জয় রণবীরকে খামচাইতে লাগিলেন।

ত্রিদিবের প্রবেশ

সুশ্রী সুগঠন, বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি।

ত্রিদিব। এ কি! কি হয়েছে! এত হৈ চৈ কিসের?

রণবীর। কোথা থেকে এক বদ্ধ পাগল জুটিয়েছেন, বলা নেই কওয়া নেই খামচে খামচে গায়ের মাংস তুলে নিলে।

ত্রিদিব। তাই ত! এ যে মৃত্যুঞ্জয়! কি সর্ব্বনাশ, ওর সামনে কেউ হাসির কথা বলেছে নাকি?

আলতা। কৈ, তেমন কিছু ত নয়। কিন্তু তাতে কি হয়েছে?

ত্রিদিব। তাতেই সর্ব্বনাশ হয়েছে। ওর হাসি পেলে আর রক্ষে নেই। এম্‌নিতে মৃত্যুঞ্জর বেশ গম্ভীর প্রকৃতির লোক, কিন্তু একবার হাসি পেলে আর ওকে সামলানো যায় না, হাত পা ছুঁড়ে আঁচড়ে কামড়ে ও একেবারে দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে দেয়!

কুমার। তাহলে ছারপোকা নয়, আমাকে চিম্‌টি কেটেছিল।

ত্রিদিব। যাক্ যাক্। মৃত্যুঞ্জয় তুমি চুপ করে ব'স। [সকলকে সম্বোধন করিয়া] আমার বড় ত্রুটি হয়ে গেছে, আপনাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে উপস্থিত থাকতে পারিনি। আলতা—তোমাদের কাছে অর্থাৎ মহিলাদের কাছে আমি বিশেষভাবে মার্জ্জনা চাইছি।

আলতা। কোথায় গিয়েছিলেন যে এত দেরী হ'ল?

ত্রিদিব। হঠাৎ এমন একটা কাজ পড়ে গেল যে অবহেলা করবার উপায় নেই। যাক, আমি আমার জন্যে আমোদ-প্রমোদ যেন বিঘ্ন না হয়। যেমন চলছিল চলুক।

রণবীর। আমরা মিস্ আলতার একটি নৃত্য দেখবার আশায় তাঁকে অনুরোধ কর্‌ছিলুম—এমন সময়—

ত্রিদিব। [ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া] নৃত্য! আলতা, তুমি—নাচবে?

আলতা। রণবীর বাবু অনুরোধ করলেন, আর—সকলেরই ইচ্ছে—তাই—

ত্রিদিব। [গম্ভীর অপ্রসন্ন মুখে] বেশ—সকলেরই যখন ইচ্ছে, আর তোমারও যখন অনিচ্ছে নেই, তখন তাই হোক।

রণবীর। [তীক্ষ্ণকণ্ঠে] আপনার অনিচ্ছা আছে না কি? আপনি একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক, আপনার কাছ থেকে এটা ত প্রত্যাশা করিনি।

ত্রিদিব। আমি বিলেত ফেরত বটে, এবং শিক্ষিত ভদ্রলোক বলে নিজের পরিচয় দিয়ে থাকি। তবু পুরকন্যাদের প্রকাশ্যে নাচানাচির ব্যাপারটা ঠিক বরদাস্ত করতে পারিনা রণবীর বাবু। কিন্তু আমার মতামতে কিছু আসে যায় না। আপনারা আজ আমার অতিথি, আপনাদের মনোরঞ্জন করাই আমার কর্ত্তব্য। এমন কি আপনারা যদি আমাকে নাচতে বলেন তাহলে হয়ত আমাকেই নাচতে হবে—[মৃত্যুঞ্জয় হাসিবার উপক্রম করিল] হাসির কথা নয়—হাসির কথা নয়, তুমি চুপ ক'রে ব'স।

রণবীর। বেশ, তাহলে এবার আরম্ভ হোক—

ঝর্ণা উঠিয়া গিয়া পিয়ানোতে বসিল এবং গান গাহিতে আরম্ভ করিল।
গানের ভাব ও ছন্দানুযায়ী আলতা নৃত্য করিল।

ঝর্ণা ঝরার ছন্দেরে—
নেচে চল্ জল-ধারার
আকুল আনন্দেরে।
নেচে চল্ পিছল স্রোতে
ছড়ানো উপল পথে
মেখে নে রবির হাসি
বন ফুলের গন্ধ রে!
মনে যে লাগল পরশ
ফাগুনের ফেনিল হরষ—
চামেলি পড়ল খসে
শিথিল বেণী বন্ধে রে।

নৃত্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ সমস্ত আলো নিভিয়া গেল। অন্ধকারে গণ্ডগোল—'কি হ'ল!, 'যেন ফিউজ পুড়ে গেছে'—ত্রিদিবের কণ্ঠস্বরে—'আপনারা ব্যস্ত হবেন না, আমি আলোর ব্যবস্থা করছি। বেয়ারা! বেয়ারা!' অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ অনৈসর্গিক হাসিতে গোলমাল স্তব্ধ হইয়া গেল। পাঁচ সেকেণ্ড পরে আবার আলো জ্বলিয়া উঠিল। সকলে পরস্পর তাকাইতে লাগিলেন। তারপর ত্রিদিব দেখিতে পাইলেন অদূরে একটি টীপাইয়ের উপর লাল খাম রাখা আছে—

ত্রিদিব। একি! খাম কোথা থেকে এল?

খাম ছিঁড়িয়া লাল পাঞ্জা বাহির করিলেন

ত্রিদিব। লা'ল পাঞ্জা—!

সকলে। [বিভিন্ন স্বরে] লাল পাঞ্জা—

ত্রিদিব। পাঞ্জার ওপর কি লেখা রয়েছে দেখছি—[পাঠ] আলতা দেবীর পিতা—' [থামিয়া গেলেন]

আলতা। [ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে] কি—কি হয়েছে ত্রিদিব বাবু?

ত্রিদিব। কিছু না। [পাঞ্জা মুষ্টিতে তাল পাকাইয়া পকেটে রাখিলেন] আলতা, চল, এখনি তোমাকে বাড়ীতে যেতে হবে।

আলতা। কেন? বাবার কথা কি লেখা আছে ওতে?

ত্রিদিব। তিনি হঠাৎ—অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। চল আলতা।

রণবীর। অসুস্থ! তাহলে ত আমার যাওয়া দরকার, আমি ডাক্তার। ত্রিদিব বাবু, আপনি থাকুন, আমি আলতা দেবীকে বাড়ী নিয়ে যাচ্চি।

ত্রিদিব। আপনার আর দরকার হবে না রণবীর বাবু।

আলতা। অ্যাঁ! তবে কি—তবে কি—!

ত্রিদিব। এস আলতা।

(আলতাকে ধরিয়া লইয়া প্রস্থান

কুমার। দারুণ দেবতার ডাক যে পেল তার

আগুন লাগিয়াছে সুখের ঘরে

সহসা একটি মুণ্ড সেটীর পিছন হইতে উঁকি মারিল

রণবীর। ও কি! কে তুমি! বেরিয়ে এস।

একটী ভদ্রবেশী যুবক বাহির হইয়া আসিল

রণবীর। আপনিও কি ত্রিদিব বাবুর অতিথি নাকি?

যুবক। ত্রিদিব বাবু আমাকে নিমন্ত্রণ করতে ভুলে গিয়েছিলেন।

রণবীর। বটে! কে আপনি?

যুবক। দেখতেই পাচ্ছেন, আপনাদের মত একজন ভদ্রলোক।

রণবীর। হুঁ—এখানে ঢুকলেন কখন?

যুবক। এই সবে মাত্র ঢুকে আপনাদের লীলা খেলা দেখতে আরম্ভ করেছিলুম এমন সময় আলো নিভে গেল।

রণবীর। নাম কি?

যুবক। লালচাঁদ পাঞ্জা।

মৃত্যুঞ্জয়। [হঠাৎ চীৎকার করিয়া] লাল পাঞ্জা—লাল পাঞ্জা। ধরেছি—[যুবককে চাপিয়া ধরিলেন]

যুবক। ছেড়ে দাও বাবা বীমা কোম্পানী। আমাকে বীমা করিয়ে কোন লাভ হবে না, হয়ত ফার্ষ্ট প্রিমিয়াম দিতে না দিতে দেখবে ফৌৎ হয়েছি। কেন মিছে লোকসান দেবে—ছেড়ে দাও।

মৃত্যুঞ্জয়। ধরেছি—লাল পাঞ্জা—ধরেছি—

যুবক। ছাড়বে না। নিতান্তই তাহলে কাতুকুতু দিতে হল দেখছি।

মৃত্যুঞ্জয়কে বগলে কাতুকুতু দিল, মৃত্যুঞ্জয় তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য ও দাপাদাপি করিতে লাগিল। যুবক সকলের ধরিবার চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া পলায়ন করিল

রণবীর। যাঃ! নিশ্চয় লাল পাঞ্জা—[মৃত্যুঞ্জয়কে] আঃ থামুন না মশাই লাফাচ্ছেন কেন?

মৃত্যুঞ্জয়। লাল পাঞ্জা—কাতুকুতু— [লাফাইতে লাগিলেন]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

অজয়ের বহিঃকক্ষ। ঘরের একপাশে তক্তপোষের উপর ফরাস পাতা, কয়েকটী চেয়ারও আছে। অজয় ফরাসের উপর একটী তাকিয়া কোলে লইয়া বসিয়া আছে; ত্রিদিব একটী চেয়ারে উপবিষ্ট। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর মাসাবধি কাল অতীত হইয়াছে।

সময়—প্রভাত।

অজয়। তা'হলে আশুবাবুর উইলের নড়্‌চড়্‌ হ'তে পারে না?

ত্রিদিব। না।

অজয়। অর্থাৎ আমাকেই আলতা দেবীর অভিভাবক হতে হবে।

ত্রিদিব। হ্যাঁ। তবে তুমি ইচ্ছা করলে আদালতে দরখাস্ত দিয়ে ও-পদ ত্যাগ করতে পার। আইনতঃ তোমার ওপর কোনও জোর নেই।

অজয়। আমি যদি পদত্যাগ করি তাতে কি ফল হবে?

ত্রিদিব। আলতা আপাততঃ আদালতের শাসনাধীনে চলে যাবে; তারপর কোর্ট যাকে ভার দেবেন সেই অভিভাবক হবে।—কোর্ট সম্ভবত আলতার পিতৃবন্ধু কেশব বাবুকেই তার গার্জেন নিযুক্ত করবেন এবং কেশববাবুরও সম্ভবত তাতে আপত্তি হবে না।

অজয়। ও—[চিন্তিত মুখে নীরব রহিল]

ত্রিদিব। কিন্তু তুমি এত উদ্বিগ্ন হচ্চ কেন আমি ত বুঝতে পারছি না। আলতার অভিভাবক হওয়া এমন কি দুর্ঘটনা যে তুমি সেই চিন্তাতেই একেবারে কাবু হয়ে পড়েছ?—জানো, এ সৌভাগ্য পাবার জন্যে কত বড় বড় লোক লোলুপ হয়ে আছে!

অজয়। তুমি বুঝছ না ত্রিদিব দা। আমি দীন-দরিদ্র—অনাথাশ্রমে মানুষ হয়েছি, এই পাহাড়-প্রমাণ দায়িত্ব আমি কি বহন করতে পারব?

ত্রিদিব। ভাই, দীন-দরিদ্রের কাঁধই সব চেয়ে বেশী মজবুত হয়, সুতরাং পাহাড়-প্রমাণ দায়িত্ব যদি কেউ বহন করতে পারে ত দীন দরিদ্রই পারে। যাঁরা রূপোর চাম্‌চে মুখে করে জন্মগ্রহণ করেছেন, শেষ পর্যান্ত চাম্‌চেটা বহন করবার ক্ষমতাও আর তাঁদের থাকে না। যেমন ধর আমি। বাবা অনেক টাকা রেখে গিয়েছিলেন, তাই বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ করে এসেছি; কিন্তু এমন অকর্ম্মণ্য যে, সে বিদ্যেটা কাজে লাগাবার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই। আমার ব্যারিষ্টারী করা প্রায় লুকোচুরি খেলার মত দাঁড়িয়েছে।

অজয়। কি রকম?

ত্রিদিব। হয় মক্কেল আমাকে দেখে পালায়, নয় আমি মক্কেল দেখে পালাই—এই আর কি!

অজয়। [হাসিয়া] ত্রিদিব দা, তুমি নিজের মূল্যটা কমাতেই ভালবাস—কিন্তু তাতে কি সকলকে ঠকানো যায়! তুমি যে কি বস্তু তা আমি জানি।

ত্রিদিব। আমি আবার কী বস্তু?

অজয়। মুখের সামনে বলব না; কিন্তু আমি জানি।

ত্রিদিব। আরে এ যে হেঁয়ালির মত ঠেকছে, নিন্দে করছ কি প্রশংসা করছ বুঝতেই পারছি না! [সহসা সচকিত ভাবে] আরে সর্ব্বনাশ! তুমি আমাকে লাল পাঞ্জা বলে সন্দেহ করছ না ত? [অজয় হাসিতে লাগিল] আরে কি বিপদ! তুমি কি ক্ষেপে গেলে নাকি!

অজয়। ও কথা যাক। জানো, যে রাত্রে আশুবাবু মারা যান সেদিন সকালে তিনি লাল পাঞ্জার চিঠি পেয়েছিলেন?

ত্রিদিব। অ্যাঁ—তাই নাকি?

অজয়। আর, আমার বিশ্বাস তাইতেই ভয় পেয়ে তিনি এই অসম্ভব উইল তৈরী করেছিলেন।

ত্রিদিব। না—না—ও তোমার বাজে কথা। আশুবাবু বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন; আর উইলের ব্যবস্থাও এমন কিছু মন্দ করে যান নি। যদিও—কেশব বাবুকে সম্পত্তির ট্রাষ্টি করাটা সদ্বিবেচনার কাজ হয়েছে কি না বলতে পারি না, ভয়ানক ধূর্ত্ত আর ধড়িবাজ বলে বাজারে লোকটার নাম ডাক আছে। কিন্তু তোমাকে যে আশুবাবু আল্‌তার গার্জ্জেন নিযুক্ত করে গেছেন এইটেই সব চেয়ে আনন্দের কথা।

অজয়। তুমিও এই কথা বলছ ত্রিদিব দা?

ত্রিদিব। নিশ্চয় বলছি। আমার বিশ্বাস আল্‌তার তোমার মত একজন অভিভাবকেরই দরকার হয়েছিল। তোমাকে সত্যি বলছি অজয়, আল্‌তা সম্প্রতি যেন একটু বাড়াবাড়ি করছিল; আমাদের দেশে বাঙালীর ঘরের মেয়ের পক্ষে যা যা অশোভন, তাই যেন সে একটু অতিরিক্ত মাত্রায় করছিল—

অজয়। লাল পাঞ্জাও তাই লিখেছিল।

ত্রিদিব। অ্যাঁ—বল কি! আরে এ ত বড় মুস্কিল হ'ল দেখছি! আমি যা বলি লাল পাঞ্জাও যদি তাই বলে—

অজয়। তাহলে সন্দেহের কারণ হয়ে পড়ে। [হাস্য]

ত্রিদিব। না না, হাসির কথা নয়—

অজয়। হাসির কথা নয়, ভয়ানক গম্ভীর কথা। ত্রিদিবদা শোনো, আল্‌তার দায়িত্ব গ্রহণ করাই আমি স্থির করেছি।

ত্রিদিব। এই ত চাই! দায়িত্ব ভারী বলে যদি ভয় পাও, তাহলে তোমার মনুষ্যত্বের মূল্য কি?

অজয়। মনুষ্যত্বের মূল্য আমার যাই হোক, তবু ভয় যে পাচ্ছি

ত্রিদিবদা তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। দায়িত্ব নিতেই হবে জানি, তবু ভয় কিছুতেই যাচ্ছে না।

ত্রিদিব। ভয়টা কিসের ?

অজয়। নিজের দুর্ব্বলতার। বুঝতেই পারছ, আমায় কঠোর হতে হবে। যদি কঠোর হতে না পারি ?

ত্রিদিব। [ঘাড় নাড়িয়া] তা বটে। আল্‌তাকে শাসনে রাখা খুব সহজ হবে না।

অজয়। আজই সে এ বাড়ীতে আসবে। এইখানেই তার থাকার ব্যবস্থা করেছি; কারণ দূর থেকে ত অভিভাবক হওয়া চলে না। তাকে আমার কাছে আমার বাড়ীতে থাকতে হবে।

ত্রিদিব। সে ত ঠিক কথা। [ইতস্ততঃ করিয়া] উইলের সব provision আমি জানি না। তোমার সম্বন্ধে কি রকম ব্যবস্থা হয়েছে ?

অজয়। নগদ বিশ হাজার এবং যতদিন অভিভাবক থাকব ততদিন মাসিক আড়াই শ টাকা পাব।

ত্রিদিব। ও—নগদ বিশ হাজার কিসের জন্যে ?

অজয়। তা ঠিক জানি না। শুনেছি, আশুবাবু নাকি আমার বাবার কাছে কোনো সময়ে ঐ টাকা ধার করেছিলেন, তাই বোধ হয় মৃত্যুকালে শোধ দিয়ে গেলেন।

ত্রিদিব। ও—

অজয়। ত্রিদিব দা, এখন যদি কিছু উপদেশ দেবার থাকে ত দাও—

ত্রিদিব। কিছু দরকার হবে না অজয়! তুমি নিজে ভাল বুঝে যে পথে চলবে সেইটেই হবে সব চেয়ে ভাল পথ। উপদেশ দিয়ে তোমাকে বিব্রত করব না; তবে মাঝে মাঝে এসে তোমাদের নূতন ঘরকন্না

দেখে যাবো। [ঈষৎ গাঢ়স্বরে] আলৃতা আমার—অশেষ স্নেহের পাত্রী, শুধু এইটুকু স্মরণ রেখো! আজ উঠলুম—

অনসূয়ার প্রবেশ

তন্বী দীর্ঘাঙ্গী, মাথায় কোঁকড়া চুল, চোখদুটী হরিণের মত আকর্ণ বিস্তৃত। মুখ-খানি স্বভাবতঃ ম্লান, হাসিলে মনে হয় যেন জোর করিয়া হাসিতেছে। পরিধানে মামুলি শাড়ীশেমিজ।

অনু। অজয়দা, আজ কি চা খেতে হবে না—

(ত্রিদিবকে দেখিয়া সরিয়া আসিল)

অজয়। অনু, দু'পেয়ালা চা দিয়ে যাও— [অনুর প্রস্থান]

ত্রিদিব। [বিস্মিত ভাবে] এ মেয়েটি কে ?

অজয়। অনসূয়া—আমার বোন।

ত্রিদিব। বোন! তোমার বোন আছে তা ত জানতুম না!

অজয়। আমিও জানতুম না। এক দিন গভীর রাত্রে গঙ্গার ঘাটে ওকে কুড়িয়ে পেয়েছি।

ত্রিদিব। আরে তুমি যে অবাক করলে দেখছি। গঙ্গার ঘাটে বোন কুড়িয়ে পেলে কি রকম ?

অজয়। সে অনেক কথা ত্রিদিবদ', আর একদিন বলব। ওর কাহিনী বড় দুঃখের। সংসারে ওর ঠাঁই ছিল না, তাই গঙ্গায় ডুবতে যাচ্ছিল। আমি কুড়িয়ে এনে ওকে আমার কাছে রেখেছি।

ত্রিদিব। কুমারী ?

অজয়। হ্যাঁ, কুমারী।

[ট্রে'র উপর দু'পেয়ালা চা লইয়া অনসূয়ার প্রবেশ]

অজয়। অনু, ইনি ত্রিদিববাবু, এঁকে আমি দাদা বলি।

অনসূয়া ত্রিদিবকে প্রণাম করিল

ত্রিদিব। আরে হয়েছে হয়েছে। কি বলে আশীর্ব্বাদ করতে হয়, অজয়? হ্যাঁ—হ্যাঁ—চিরজীবিনী হও। [হাস্য] ম্লেচ্ছ সংসর্গে থেকে সব ভুলে মেরে দিয়েছি।

অনু। ও আশীর্ব্বাদ করবেন না, আশীর্ব্বাদ করুন যেন শিগগির মরতে পারি।

অজয়। ছি অনু, আমার কাছে কি দিব্যি করেছ ভুলে গেলে!

অনু। আচ্ছা—আর বলব না।

ত্রিদিব। না না, ও সব কথা একেবারেই বলা উচিত নয়। ভয়ানক গর্হিত কথা। [চা পান করিয়া] আঃ কি চমৎকার চা তৈরী করেছ। বেয়ারার হাতের চা চেয়ে খেয়ে চায়ে অরুচি ধরে গিয়েছে, এবার থেকে ভাল চা খাবার ইচ্ছে হলেই অনুর কাছে চলে আসব—কি বল অনু? তুমি যখন অজয়ের বোন, তখন আমারও বোন। অর্থাৎ আমিও তোমার দাদা।

অনু। দাদা—[সহসা আঁচলে মুখ ঢাকিল]

ত্রিদিব। [বিপন্নভাবে] কি হল! ঐ রে, হয়ত কী বেফাঁস কথা বলে ফেলেছি! নাঃ আমি উঠলুম অজয়—কোর্টের বেলা হয়ে গেল। মক্কেল না থাক, বার-লাইব্রেরীতে হাজরি ত দিতে হবে।

(প্রস্থান)

অজয়। অনু, তোমার নিজের দাদা আছেন—না?

অনু উত্তর দিল না ফোঁপাইতে লাগিল

অজয়। কেন তাঁর নাম বলছ না অনু; নাম বললেই আমি তাঁকে খুঁজে বার করতে পারি।

অনু। না—না, সে আমি পারব না।

[দ্রুত প্রস্থান]

অজয় বিষণ্ণভাবে বসিয়া রহিল। সহসা আল্‌তার প্রবেশ
অজয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল

আলতা। অজয় বাবু, এ কথা কি সত্যি! আমাকে আপনার বাড়ীতে থাকতে হবে?

অজয়। হ্যাঁ, সেই রকম ব্যবস্থাই হয়েছে।

আলতা। কিন্তু এর মানে কি! আমি নিজের বাড়ীতে থাকতে পাব না কেন?

অজয়। তার অনেক কারণ আছে! একটা কারণ এই যে, অতবড় বাড়ী তোমার একার জন্যে দরকার নেই, তাই ওটা কেশব বাবু ভাড়া দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

আলতা। কিন্তু এ কি অত্যাচার! আমি নিজের বাড়ীতে থাকতে পাব না?

অজয়। এ বাড়ীকে তোমার নিজের বাড়ী মনে করতে পার।

আলতা। কিন্তু আমি এখানে থাকতে চাই না। [চারিদিকে অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিতে তাকাইয়া] এ রকম বাড়ীতে থাকা আমার অভ্যেস নেই, আমি থাকতে পারব না।

অজয়। অবস্থা গতিকে মানুষকে গাছতলায় থাকতে হয়—এ বাড়ীটা ত আমার মন্দ বোধ হয় না; অনেক দিন এতে আছি, কোনও কষ্ট হয় নি। তোমারও কষ্ট হবে না!

আলতা [জ্বলিয়া উঠিয়া] আপনি আমায় ঠাট্টা করছেন!

অজয়। তোমার সঙ্গে আমার ঠাট্টার সম্বন্ধ নয়, আমি তোমার অভিভাবক।

আলতা। তা আমি জানি। বাবা যে ভুল করে গেছেন সেই ভুলের সুযোগ নিয়ে আপনি আমাকে জব্দ করতে চান। কিন্তু আমি

আপনার শাসন মানি না, আমি আমার নিজের ইচ্ছামত চলব। মনে রাখবেন, এটা স্ত্রী স্বাধীনতার যুগ, নারী নির্য্যাতন এ যুগে অচল!

অজয়। তা আমার মনে আছে। কিন্তু তুমি কি করতে চাও?

আলতা। আমি এখানে থাকব না।

অজয়। কিন্তু এখানে ছাড়া আর ত কোথাও তোমার আশ্রয় নেই! কেউ আশ্রয় দেবেও না; কারণ আশ্রয় দিলে তাকে আইনত অপরাধী হতে হবে।

আলতা। [বিবর্ণ মুখে] আশ্রয় নেই! কেউ আমাকে আশ্রয় দেবে না!

অজয়। না।

আলতা চেয়ারে বসিয়া পড়িল

আলতা। তাহলে এইখানেই আমাকে থাকতে হবে?

অজয়। হাঁ।

আলতা। উঃ এ অসহ্য! অসহ্য! [প্রজ্বলিত চক্ষে] অজয় বাবু, আপনার মতলব আমি বুঝেছি। আপনি আমাকে নিজের কবলে এনে—[পদদাপ] কিন্তু তা হবার নয়। আমার প্রাণ থাকতে তা হবে না জানবেন।

অজয়। তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না, বোঝবার দরকারও নেই। মোট কথা, তুমি এই বাড়ীতে থাকবে এবং আমার মতানুযায়ী চলবে। এর বেশী কিছু আমি তোমার কাছে চাই না, কোনোদিন প্রত্যাশাও করব না। এবার তুমি ভেতরে যাও। এখনি হয়ত কোনও লোক আসবে।

আলতা। [রুদ্ধ বিদ্রূপের সুরে] আমাকে কি হারেমের মধ্যে পর্দ্দানশীন হয়ে থাকতে হবে?

অজয়। না। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে পুরুষের সঙ্গে বেশী মাখামাখিও আমি পছন্দ করি না।

আলতা। উঃ ষড়যন্ত্র! আজ বাবা নেই—তাই—

মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল

অনসূয়ার প্রবেশ

অনু। ওমা! আলতা এসেছে? [দ্রুতপদে নিকটে গিয়া হস্তধারণ পূর্ব্বক] এস ভাই।

আলতা। [মুখ তুলিয়া] তুমি আবার কে?

অনু। [আলতার মুখ দেখিয়া মুগ্ধ বিস্ময়ে] অ্যাঁ! আলতা এত সুন্দর! অজয়দা, কি দুষ্টু তুমি একবারও ত বলনি যে আলতা এত সুন্দর! এ যে চোখ ফেরানো যায় না।

আলতা। তুমি কে?

অনু। আমার পরিচয় পরে দেব ভাই—এখন এস [হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল] সকাল বেলাই বুঝি রাগারাগি কান্নাকাটি করতে আছে? তাহলে সমস্ত দিনটা খারাপ যায়। চল, তুমি আসবে শুনে কখন থেকে চা-টা সব তৈরী করে রেখেছি; এতক্ষণে সব ঠাণ্ডা জল হয়ে গেল।

অজয়। ঠাণ্ডা জলই ভাল। তাতে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হতে পাবে।

আলতা। অজয় বাবু, আপনি—আপনি—উঃ, লাল পাঞ্জা এত লোককে শাস্তি দেয়, আপনাকে শাস্তি দিতে পারেনা।

অনু আলতাকে টানিয়া লইয়া গেল

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পার্কের এক অংশ। পার্ক ঘিরিয়া বড় বড় বাড়ী দেখা যাইতেছে। কাল—মধ্যাহ্ন]
একটি বেঞ্চের উপর লালচাঁদ বসিয়া আছে ও নিজ মনে আঙ্গুল গণিয়া
জল্পনা করিতেছে।

লালচাঁদ। এক দুই তিন চার।—না, পাঁচ। মৃত্যুঞ্জয় বাবুকে দেওয়া চলেনা। সর্ব্বসাকুল্যে পাঁচটি। জাল ক্রমে গুটিয়ে আসছে।

শেখরনাথ ঈষৎ টলিতে টলিতে প্রবেশ করিল ও লালচাঁদের পাশে উপবিষ্ট হইল। তাহার গায়ে ময়লা টুইলের সার্ট; মাথার চুল উস্কখুস্ক। চেহারা ভাল কিন্তু অত্যধিক অত্যাচারে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে; চক্ষে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি। বয়স চব্বিশ—পঁচিশ

শেখর। [লালচাঁদকে নিরীক্ষণ করিয়া] তুমি ছোটলোক।

লালচাঁদ। তাই নাকি! কিন্তু মশাই এত শিগ্‌গীর বুঝলেন কি করে?

শেখর। তোমার গায়ে ভদ্রলোকের সাজ পোষাক, সুতরাং তুমি ছোটলোক হ'তে বাধ্য। যারা ছোট লোকের মত জামাকাপড পরে কিম্বা একেবারেই পরে না, তারাই শুধু ভদ্রলোক।

লালচাঁদ। নেহাৎ মিথ্যে নয়। কিন্তু এই দিব্যজ্ঞানটি লাভ হল কি করে? আপনা-আপনি, না দ্রব্যগুণে?

শেখর। তোমার মত একটা ছোটলোককে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি—কিন্তু পাচ্ছিনা। হয়ত তুমিই সে! [সন্দেহ প্রখর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল. তাহার মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ হইল]

লালচাঁদ। দোহাই আপনার, আমি আর যাই হই, 'সে' নই। এই আপনার গা ছুঁয়ে বল্‌ছি।

শেখর। সব গুলিয়ে যাচ্ছে—টাকা কড়ি যা ছিল, ফুরিয়ে গেছে; শেষ কপর্দ্দক শুঁড়ির বাড়ী দিয়ে এসেছি [হাস্য] শেষ পারাণীর কড়ি আমার কণ্ঠে নিলাম গান—একটা গান শুনবে ?

লালচাঁদ। যদি দেহতত্ত্ব না হয়, শুনতে রাজি আছি।

শেখর। দেহতত্ত্ব নয়—মনস্তত্ত্ব। মাতালের মনস্তত্ত্ব।

--গীত—

ওগো বহ্নি, জ্বলো জ্বলো
বহে জীবন নদী খর বৈতরণী
কল কল ছলছল !
তারি তীরে সে তিমিরে
প্রাণ-বহ্নি জ্বলো জ্বলো।
হাসে মৃত্যু বিষ-কণ্ঠে খল খল
নাচে ধ্বংস—কাঁপে পৃথ্বী টলমল ;
তারি ছন্দে মহানন্দে
চিতা-ধূমে শব-গন্ধে
প্রেম-বহ্নি, জ্বলো জ্বলো।

লালচাঁদ। গলাটি ত বেশ। চেহারা দেখেও ভদ্রলোক থুড়ি—ছোটলোক বলেই বোধ হচ্ছে। লেখাপড়াও জানেন বলে মনে হয়। তবে এতটা অধঃপতন হল কি করে ?

শেখর। অধঃপতন এখনো কিছুই হয়নি। ফাঁসির দড়ি দেখেছেন ? সেই দড়ি গলায় জড়িয়ে যেদিন ফাঁসির মঞ্চ থেকে ঝুলে পড়ব সেইদিন হবে আমার চরম অধঃপতন ; তার আগে নয়। [উঠিয়া কিছুর গিয়া] আমায় একটা চাকরি দিতে পারেন ? আরও কিছুদিন

বাঁচতে চাই। কিন্তু বাঁচতে হলে টাকা দরকার। দেবেন একটা চাকরি?

লালচাঁদ। [স্বগত] চাকরি আমি পকেটে নিয়ে বসে আছি! [প্রকাশ্যে] কি বললেন—চাকরি! এ আর বেশী কথা কি? ঐ যে সামনেই প্রকাণ্ড বাড়ী দেখছেন, ওর মালিক মস্ত বড় মানুষ,—প্রকাণ্ড ব্যবসাদার—ঐখানে চলে যান। চাকরি জুটতে কতক্ষণ?

শেখর। ঐ বাড়ী? আচ্ছা—[যাইতে যাইতে ফিরিয়া] আপনাকে নমস্কার। আপনার ভদ্রলোকের মত সাজ পোষাক বটে, তবু আপনি ভদ্রলোক! [প্রস্থান]

লালচাঁদ। [কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া] সত্যি মাতাল? না ঢং করছিল? কিছু মতলব নেই ত? [উঠিয়া] এখানে আর নয়, গা তুলতে হল। নাঃ আবার সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

কেশবের বহিঃকক্ষ। চেয়ার টেবিল ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত। টেবিলের ওপর টেলিফোন। কেশব একাকী বসিয়া কাজ করিতেছেন। টেলিফোন বাজিয়া উঠিল।

কেশব। হ্যালো...হ্যাঁ...ষ্টক্ ব্রোকারের অফিস থেকে কথা বলছেন? কি চাই...দর নামছে? না না, অ্যামাল-গামেটেড এখন ছাড়বেন না—আরও দশ হাজার কিনুন...হ্যাঁ হ্যাঁ দশ হাজার কভার করতে হবে ত।......ওসব বাজে বাজার গুজব; অ্যামাল-গামেটেড আবার চড়বে।......কী বলছেন, আপনার সন্দেহ আছে? ......শতকরা পঁচিশ টাকা অগ্রিম চাই? বেশ, চেক পাঠিয়ে দিচ্ছি। ...কি বলছেন? ...অবশ্য আমার নামে কেনা হবে!......হ্যাঁ আমার টাকা—আমার টাকা। আচ্ছা নমস্কার [ফোন রাখিয়া ভ্রূকুঞ্চিত মুখে] আমার টাকা নয়, এ সন্দেহ ওদের হল কোত্থেকে? না, বেশী দেরী করলে চলবে না; তাড়াতাড়ি আলতার টাকা খাটিয়ে নিজের লোকসান তুলে নিতে হবে! বেশী জানাজানি হবার আগে—[চেক লিখিয়া ঘণ্টি টিপিলেন ; একটী কর্ম্মচারী প্রবেশ করিল] এই চেকখানা এখনি পাঠিয়ে দাও!

চেক লইয়া কর্ম্মচারীর প্রস্থান

কেশব উঠিয়া চিন্তাক্রান্ত মুখে পায়চারি করিলেন

কেশব। [চমকিয়া] কে ডাকলে? না, 'কেশব' বলে আমাকে কে ডাকবে?—কিন্তু ঠিক যেন মনে হল কে ডাকলে,—'কেশব' গলাটা যেন চেনা চেনা। না, ভুল শুনেছি। [মুখের উপর হাত চালাইয়া] সে রাত্রে লাল পাঞ্জার সেই হাসি—[শিহরিয়া উঠিলেন]

ঝর্ণার প্রবেশ

ঝর্ণা। [উৎসুক ভাবে] বাবা, গান শুনলে?

কেশব। গান!

ঝর্ণা। শোনো নি? পার্কে বসে কে একজন গাইছিল। ঐ ত তোমার জানলা খোলা রয়েছে, তবু শুনতে পাওনি? উঃ কি সুন্দর গান!

কেশব। না, আমি শুনিনি।

ঝর্ণা। [আবদারের সুরে] বাবা, আমাকে একজন ভাল গানের মাষ্টার রেখে দাও না। গান শিখতে এত ইচ্ছে করে, কিন্তু শেখাবার কেউ নেই। সেদিন ললিতাদের বাড়ীতে সকলে গান গাইতে বললেন, কিন্তু ভাল গান একটাও জানি না বলে গাইতে পারলুম না।

কেশব। গানের মাষ্টার! আচ্ছা, দেখব—

ঝর্ণা। দেখো লক্ষ্মীটী। আজ ঐ গানটা এত ভাল লেগেছে, কিছুতেই ভুলতে পারছি না [‘ওগো বন্দি’ গানের সুর ভাঁজিবার চেষ্টা করিল]

কেশব। ঝর্ণা, ভেতরে যাও—এখন কাজের সময়।

ঝর্ণা। [জিভ কাটিয়া] অফিসে বুঝি গান গাইতে নেই! আচ্ছা—কিন্তু মাষ্টারের কথা মনে থাকে যেন— [প্রস্থানোদ্যত]

কেশব। তোমার দাদা বাড়ীতে আছেন?

ঝর্ণা। দাদা ত নিজের ঘরে বসে বসে কবিতা আওড়াচ্ছে। কী যে হয়েছে দাদার! রাতদিন খালি কবিতা আর কবিতা। তাও যদি ভাল কবিতা হত! তা নয়, খালি দুঃখের কথা, শুনতে শুনতে মন খারাপ হয়ে যায়।

কেশব। হুঁ। তাকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

ঝর্ণা। আচ্ছা— [প্রস্থান

আর্দ্দালির প্রবেশ

আর্দ্দালি। হুজুর, এক বাবু মুলাকাত মাংতে হ্যাঁয়।

কেশব। ক্যা মাংতা ?

আর্দ্দালি। মালুম নেহি হুজুর।

কেশব। বৈঠ্‌নে বোলো।

আর্দ্দালি। হুজুর— [প্রস্থান

উদাস ভঙ্গীতে কুমার প্রবেশ করিল।

কেশব তাহাকে তীক্ষ্ণচক্ষে নিরীক্ষণ করিলেন।

কেশব। কুমার, কি হয়েছে তোমার ?

কুমার। দুঃখের বরষায়—

কেশব। থাক। আমি তোমার কাব্যের উচ্ছ্বাস শুন্‌তে চাই না, আমি জানতে চাই তোমার কি হয়েছে।

কুমার নীরব রহিল।

কেশব। তুমি জানো তোমার এই অবহেলায় আমার কত ক্ষতি হচ্ছে ? আমি খবর পেলুম, আলতা সম্বন্ধে তুমি সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে আছ। অন্য লোকে যখন তাকে নানাভাবে বশ করবার ফন্দি আঁটছে, তুমি আকাশের দিকে মুখ তুলে দুঃখের কবিতা আওড়াচ্ছো। এর মানে কি !

কুমার। এর মানে ত আপনি জানেন।

কেশব। [ক্রুদ্ধস্বরে] সেই হতভাগা হা-ঘরে মেয়েটা। যাকে তুমি রংপুর থেকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলে—আর প্রত্যাশা করেছিলে যে তার সঙ্গে আমি তোমার বিয়ে দেব! মুখ্যু ইডিয়ট কোথাকার। যে তোমার সঙ্গে কুলত্যাগ করতে পারে, সে আর একজনের

সঙ্গে তোমাকে ত্যাগ করতে পারে না? তাকে তুমি বিয়ে করতে চাও।

কুমার। বাবা—সে—তার কোনো দোষ নেই, আমি তাকে বিয়ে করব বলে—

কেশব। চুপ কর। বাপের সামনে এসব কথা উচ্চারণ করতে লজ্জা হয় না! রংপুরে তোমাকে ব্যবসার কাজে পাঠিয়েছিলুম, তুমি সেখানে গিয়ে এক কেলেঙ্কারি করে এলে! কোথাকার এক বিধবার মেয়ে, তাকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলে। জানো, মেয়েটা যদি এখন মামলা করে, তোমাকে নিয়ে পুলিসে টানাটানি করবে?

কুমার। [অবরুদ্ধ কণ্ঠ] বাবা, সে মরে গেছে।

কেশব [সাগ্রহে] মরে গেছে! যাক্। তাহলে ত কোনো গোলমালই নেই। যে মরে গেছে তার জন্মে আক্ষেপ করা বৃথা। শোনো কুমার, যে ছেলেমানুষী করে ফেলেছ তার আর চারা নেই, কিন্তু এখন থেকে সব ভুলে গিয়ে আলতার পেছনে লেগে থাক। আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই যে, আলতার মত মেয়ে হাতের কাছে থাকতে অন্যদিকে তোমার মন যায়!

কুমার। কিন্তু—

কেশব। আবার কিন্তু! [গলা খাট করিয়া] আর একটা দিক ভেবে দেখছ না! যে সম্পত্তি এখন আলগোছে ধরে আছি, তুমি আলতাকে বিয়ে করলেই সেটা যে নিজের হয়ে যাবে। এতটুকু বিষয়-বুদ্ধিও নেই!

কুমার। কিন্তু—

কেশব [সক্রোধে] কিন্তু—কিন্তু—কিন্তু। কোন কথা শুনতে চাই না। আলতাকে তোমার বিয়ে করা চাই—বুঝলে? যেমন করে হোক। এই আমার হুকুম—যাও।

কুমার ক্ষণকাল হেঁটমুখে দাঁড়াইয়া রহিল, পরে প্রস্থান করিল; কেশব নিজে চেয়ারে বসিলেন।

কেশব। young idiot ! নিজের ইষ্ট বোঝেনা !

[আর্দ্দালির প্রবেশ]

আর্দ্দালি। হুজুর, বাবুঠো আভিতক্ বৈঠা হায়।

কেশব। ভেজ্ দেও।

আর্দ্দালি। হুজুর— [প্রস্থান]

শেখর প্রবেশ করিল। নমস্কার করিবার জন্য হাত তুলিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

কেশব। [কড়া সুরে] কে আপনি ?

শেখর। আমি বেকার। নাঃ, বেকারই বা কেন ? যার কাজ নেই, সে বেকার। আমার ত কাজ রয়েছে—মস্ত কাজ। দেখুন, আমার সব পয়সা সব ফুরিয়ে গেছে—তাই চাকরি খুঁজতে বেরিয়েছি।

কেশব। আপনি ত দেখছি মদ খেয়েছেন।

শেখর। ঠিক ধরেছেন, মদ খেয়েছি। যতক্ষণ পয়সা ছিল খেয়েছি। কিন্তু কেন খেয়েছি তা ত জানেন না !

কেশব। জানতে চাই না। আপনি বিদেয় হোন্—এখানে চাকরি হবেনা।

শেখর। চাকরি হবে না ! বেশ চল্লুম। [উঠিয়া] কিন্তু কেন মদ খাই সেটা জানা দরকার। আমার একটা বোন ছিল তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—কিন্তু পাচ্ছিনা। বুকের মধ্যে একটা আগুন জ্বলছে, তাকে নিভতে দেওয়া হবে না, তাই অহর্নিশি তাতে মদ ঢালছি। দয়া মায়া মনুষ্যত্ব সব গলা টিপে মেরে ফেলতে

হবে কিনা, তাই মদ খাচ্ছি—এবার বুঝেছেন? নমস্কার [গমনোদ্যত]

কেশব। শুনুন [শেখর ফিরিল] বসুন [বসিল] আপনি দেখছি ভদ্রলোকের ছেলে। আপনার বাড়ী কোথায়?

শেখর। রংপুর।

কেশব। রংপুর! [কেশবের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল] আপনার মা বাপ আত্মীয় স্বজন কেউ নেই?

শেখর। এক বিধবা মা ছিলেন, তিনি গলায় দড়ি দিয়ে মরেছেন। আর, এক বোন ছিল, তাকে—তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—

কেশব। বড়ই দুঃখের বিষয়। তা' আপনার বোনটি কি হারিয়ে গেছে?

শেখর। হাঁ, হারিয়েই গেছে। হাওড়া ব্রীজের ওপর থেকে একটি দোয়ানি গঙ্গার জলে পড়লে যেমন হারিয়ে যায় তেমনি হারিয়ে গেছে—

কেশব। আহা! আচ্ছা আপনার কি মনে হয়, কোনো লোক তাকে—

শেখর। হাঁ! আমার মত আপনার মত একটি ভদ্রলোক তাকে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছে! ভদ্রলোক! ভদ্রলোক! [হাস্য] সেই ভদ্রলোকটিকেই ত খুঁজছি।

কেশব। তাকে—তাকে নিশ্চয়ই চেনেন?

শেখর। চোখে দেখবার সৌভাগ্য হয়নি, তাই ত এত দুঃখ। নাম ধামও জানিনা। সে সময় বাড়ী ছিলুম না—কলকাতায় লেখা পড়া করছিলুম। বাড়ী গিয়ে দেখলুম মা লজ্জায় গলায় দড়ি দিয়েছেন—বাড়ী খালি। শুনলুম তারা কলকাতায় এসেছে। ব্যস আমিও বেরিয়ে পড়লুম।

কেশব। [ক্ষণকাল গভীর চিন্তা করিয়া] আপনার কাহিনী শুনে বড়ই সহানুভূতি হচ্চে। ভদ্রলোকের ছেলে—আচ্ছা, আপনাকে আমি চাকরি দেব। কি কাজ করতে পারেন ?

শেখর। কাজ ? বাঙালীর ছেলে, লেখাপড়া শিখেছি, কাজ করতে ত কেউ শেখায়নি। তবে, চেষ্টা করলে হয়ত মাষ্টারি করতে পারি।

কেশব। মাষ্টারি ! গান গাইতে জানেন ?

শেখর। গান [হাস্য] জানি ! য়ুনিভারসিটি শেখায়নি বলেই বোধ হয় জানি। শুনবেন ?

কেশব। না না, শোনাবার দরকার নেই ; আমি আপনাকে গানের মাষ্টার নিযুক্ত করলুম।

শেখর। বিলক্ষণ ! পরীক্ষা না করে নিযুক্ত করলেই হল ? শুনুন—

[গীত]

ওগো বহ্নি জ্বলো জ্বলো !
বহে জীবন-নদী খর বৈতরণী
কলকল খলখল ইত্যাদি

ঝর্ণা পর্দা সরাইয়া প্রথমে উঁকি মারিতে লাগিল, তারপর পিতার চেয়ারের পিছনে গিয়া দাঁড়াইল।

ঝর্ণা। [কানে কানে] বাবা ইনিই পার্কে বসে গাইছিলেন।

কেশব। হুঁ, শুনুন, আমার এই মেয়েকে গান শেখাতে হবে। ভাল কথা। আপনি আছেন কোথায় ?

শেখর। গাছতলায়। কাল রাত্রি পার্কে বেঞ্চিতে শুয়ে কাটিয়েছি।

কেশব। বেশ বেশ। তাহলে আমার বাড়ীতেই আপনি থাকুন। বাইরে কয়েকটা খালি ঘর পড়ে আছে—কোনও কষ্ট হবে না। আপনার নামটি জানা হয়নি।

শেখর। শেখরনাথ আচার্য্য। [ঝর্ণাকে] আপনিই গান শিখবেন? আপনারই মত আমার একটি বোন ছিল--কথায় কথায় হাসত, গান শেখাবার জন্যে জ্বালাতন করত—

কেশব। যাক যাক, ও সব কথা যাক! ঝর্ণা, তোমার মাষ্টারকে গানবাজনার ঘরে নিয়ে যাও।

ঝর্ণা। আসুন মাষ্টার মশাই।

শেখর। চলুন—হ্যাঁ একটা চিঠি আছে।

কেশব। চিঠি!

শেখর। আপনার বাড়ীতে যখন ঢুকছি, একজন লোক চিঠিখানা দিয়ে বললে, বাড়ীর মালিককে দেবেন।

কেশব। ও—দিন [পত্র লইলেন]

ঝর্ণা! আসুন মাষ্টার মশাই।

ভিতর দিকে শেখর ও ঝর্ণার প্রস্থান

কেশব। [পত্র হস্তে কিছুক্ষণ কুটিল চক্ষে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন] যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যে হয়। না, ওকে চোখের আড়াল করা হবে না; নিজের বাড়ীতে নজরবন্দী রাখতে হবে। [কুটিল হাস্যে] বুঝে বুঝে কেউটে সাপের গর্ত্তে হাত দিয়েছে! ছোঁড়া যখন মদ ধরেছে তখন আর ভয় নেই, ঐ মদেই ওকে শেষ করব। [চিঠির খাম ছিঁড়িয়া প্রায় আর্ত্তনাদ করিলেন] অ্যাঁ—লাল পাঞ্জা।

তাঁহার শিথিল হস্ত হইতে পাঞ্জা পড়িয়া গেল, তিনি ভয়ার্ত্ত চক্ষে একবার বাহিরের দ্বার ও একবার ভিতরের দ্বারের দিকে তাকাইতে লাগিলেন—তারপর ভূপতিত

কেশব। কি লিখেছে! দেখি কি লিখেছে—"শীঘ্রই দেখা হইবে, সাবধান।" দেখা হবে? কেন? কেন? কি করেছি আমি!—অ্যাঁ, কে?

মৃত্যুঞ্জয়কে লইয়া আর্দ্দালির প্রবেশ

আর্দ্দালি। মুৎরুঞ্জি বাবু মুলাকাত মাংতেহেঁ।

কেশব। ও—মৃত্যুঞ্জয়! তুমি! [কপালের ঘাম মুছিলেন] আমি ভেবেছিলুম—যাক্। দেখ, তোমার সঙ্গে কাজের কথা পরে হবে, আজ নয়। আজ আমার শরীরটা ভাল নেই।

মৃত্যুঞ্জয়। মনে রাখবেন, মোটরের কারবুরেটার থেকে কুকুরের ল্যাজ পর্য্যন্ত সমস্ত আমরা ইন্সিওর করি।

কেশব। হ্যাঁ হ্যাঁ, সে আমার মনে আছে। এখন তুমি যাও।

আর্দ্দালি। চলিয়ে মুৎরুঞ্জি বাবু—

মৃত্যুঞ্জয়। মুৎরুঞ্জি বাবু! হিঃ—হিঃ—হিঃ—

সহসা আর্দ্দালির পেটে তর্জ্জনীর খোঁচা মারিলেন। চমকিত অর্দ্দালি পিছু হাঁটিয়া প্রস্থান করিল; মৃত্যুঞ্জয় উচ্চ হাসিতে হাসিতে তাহার অনুসরণ করিলেন।

কেশব। সেই হাসি। হ্যাঁ, সেই হাসি—যা সেদিন রাত্রে শুনেছিলুম। কে মৃত্যুঞ্জয়? কে ও? লাল পাঞ্জা!

কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[অজয়ের বহিঃকক্ষ। সময় সকাল আন্দাজ আটটা। অজয় বাড়ী নাই। অনসূয়া ও আলতা একটি ছোট টেবিলে বসিয়া চা পান করিতেছে ও গল্প করিতেছে। আলতা আসিবার পর অজয়ের বহিঃকক্ষে টেবিলের আমদানি হইয়াছে, যদিও তক্তোপোষ মজুত আছে।

আলতা। তুমি যাই বল, তোমার অজয় বাবু একটি আস্ত শয়তান।

অনু। অজয়দা শয়তান! [উচ্চ হাস্য]

আলতা। হাসছ যে?

অনু। [হাসি থামাইয়া] সত্যি আলতা, এমন হাসির কথা আর কখনো শুনিনি।

আলতা! বেশ, হাসো তাহলে। কিন্তু একদিন টের পাবে অজয়বাবু কতবড় শয়তান। উনি হচ্ছেন মিট্‌মিটে ডান্‌, ছেলে খাবার রাক্ষস; ওঁকে যতই দেখছি ততই তা বুঝতে পারছি।

অনু। সেইটেই আমার সব চেয়ে আশ্চর্য্য লাগে। তুমি ত ওঁকে আমার চেয়ে ঢের বেশী দেখেছ, তবু চিনতে পারনি!

আলতা। চিনতে পারিনি আবার! পেরেছি বলেই বলছি—খাঁটি জলজ্যান্ত শয়তান।

অনু। [গম্ভীর হইয়া] অজয়দা শয়তান নয়। ওঁর নিন্দে করলে, এমন কি ওঁর সম্বন্ধে মন্দ কথা চিন্তা করলেও পাপ হয়।—তোমাকে ত বলেছি, উনি আমার জন্য কী করেছেন।

আলতা। সেই জন্যেই তুমি ওঁর দোষ দেখতে পাওনা। কিন্তু

ভুল বুঝেছ, তোমার জন্যে উনি যা করেছেন তা মোটেই নিঃস্বার্থ ভাবে করেন নি।

অনু। ছি আলতা, ওকথা বলতে নেই!

আলতা। যা বিশ্বাস করি তা বলতে আমি ভয় পাই না। আর, যে লোক আমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবার স্পর্দ্ধা রাখে, তাকেও আমি মহাপুরুষ জ্ঞানে স্তব করতে পারব না।

অনু। আলতা, অজয়দা সম্বন্ধে শুধু এইটুকু জেনে রাখ যে, কারুর অনিষ্ট তিনি কখনো করতে পারেন না। তিনি যা করেন ভালর জন্যেই করেন।

আলতা। [বিদ্রূপের সুরে] তুমি ত তা বল্‌বেই। বোধ হয় মনে মনে ওঁর প্রেমে পড়েছে!

অনু। [চকিতে দাঁড়াইয়া] আলতা! [বসিয়া পড়িয়া] ও কথা আর কখনো বোলো না [অশ্রুপূর্ণ চোখে] তুমি ত সবই জানো। তবে কেন আমার মনে কষ্ট দিচ্ছ? অজয়দা আমার মার পেটের বড় ভাই; তাঁকে ভক্তি করি ভালবাসি—; কিন্তু আর একজন—[আঁচলে মুখ ঢাকিয়া]

আলতা। [অনুর হাত ধরিয়া অনুতপ্ত কণ্ঠে] আমার দোষ হয়েছে, আর কখনো বলব না। কেঁদনা ভাই—লক্ষ্মীটি—

অনু। [চোখ মুছিয়া] চল, রান্নাবান্না সব পড়ে আছে, কুটনো কোটা পর্য্যন্ত হয়নি। অজয়দা সকাল বেলাই বেরিয়েছেন, এখনি হয়ত ফিরবেন।

আলতা। তা হলেই বা এত তাড়া কিসের?

অনু। না ভাই, ঠিক সময়ে না খেলে ওঁর শরীর খারাপ হয়। যদিও মুখে কিছুই বলেন না, আমি বুঝতে পারি।

আলতা। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আমি কারুর নিন্দে

করছি না, কিন্তু এই যে তুমি দু'বেলা রাঁধছ, একটা রাঁধুনি রাখবার ক্ষমতা কি অজয় বাবুর নেই ?

অনু। শোনো কথা, ক্ষমতা থাকবে না কেন ?

আলতা। তবে ? তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন তাই তোমাকে খাটিয়ে নেন ; রাঁধুনী রাখবার খরচটা বেঁচে যায়—কেমন ?

অনু। [হাসিয়া] আ কপাল ! তুমি বুঝি তাই বুঝলে ? রাঁধুনী ত ছিল, আমি এসে তাকে তাড়িয়েছি। তাড়াতে কি দেন অজয়দা ! যখন বললুম রাঁধুনীর রান্না আমি মুখে দিতে পারব না, তখন রাজী হলেন।

আলতা। কিন্তু কেন ? এর ত কোন মানেই হয় না।

অনু। কেন মানে হবে না ? আচ্ছা তুমিই বল, বাড়ীতে মেয়েমানুষ থাকতে বাড়ীর একটি মাত্র পুরুষ মানুষ রাঁধুনীর রান্না খাবে, এটা কি লজ্জার কথা নয় ?

আলতা। লজ্জার কথা ! কি জানি—

অনু। যদি এটুকু না পারি, আপনার জনকে নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াবার ক্ষমতাও না থাকে, তাহলে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি কেন ভাই ?

আলতা। পুরুষকে রেঁধে খাওয়াবার জন্যেই বুঝি মেয়েমানুষের জন্ম ?

অনু। না—কিন্তু ভালবাসবার জন্যেই মেয়েমানুষের জন্ম।

আলতা। ভালবাসার সঙ্গে রান্নার সম্বন্ধ কি ?

অনু। ঐ রান্নার সঙ্গে মেয়েমানুষের কতখানি ভালবাসা মিশে থাকে তা তোমাকে বোঝাতে পারব না ভাই। তুমি ত কোনদিন কাউকে রেঁধে খাওয়াওনি।

আলতা। না, তা খাওয়াইনি। কোনদিন দরকার হয়নি।

অনু। অভাবের দরকারটাই কি সবচেয়ে বড দরকার? ভালবাসার দাবী কি কিছু নেই?

আলতা। কি জানি—; বাবাকে ত ভালবাসতুম, কিন্তু কৈ—!

অনু। মিছে তর্ক থাক! এখন ওঠ—আজ তোমাকে রাঁধতে হবে।

আলতা। [অবাক হইয়া] আমাকে?

অনু। হ্যাঁ। অজয়দা যত মন্দ লোকই হোন, তোমার হাতের রান্না খেতে আপত্তি করবেন না।

আলতা। কিন্তু—কিন্তু আমি যে কিছু রাঁধতে জানি না।

অনু। শিখবে। একদিনেই কি হয়?

আলতা। কিন্তু—[মনের ঔৎসুক্য দমন করিয়া] না অনু, আমি হয়ত পুড়িয়ে ঝুড়িয়ে সব একাকার করে ফেলব। সবাই হাসবে।

অনু। সবাই কে? আমি আর অজয়দা ত? তা আমি হাসব না কথা দিচ্ছি। আর অজয়দা যদি হাসেন তাতেই বা কি? গায়ে ত আর ফোস্কা পড়বে না।

আলতা। না ভাই অনু, আমার ভারি লজ্জা করছে।

অনু। অমন গোড়ায় গোড়ায় একটু লজ্জা করে। তুমি যখন নাচতে শিখেছিলে তখনও ত লজ্জা করেছিল। তোমার নাচ কিন্তু ভাই একদিন দেখতে হবে। দুপুর বেলা ঘরে দোর বন্ধ করে—কি বল?

আলতা সহসা লজ্জা পাইল, যেন তাহার গোপনীয়
দুষ্কৃতি ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

আলতা। নাচের খবর তুমি কোত্থেকে পেলে?

অনু। খবরের কাগজে পড়েছি। নাও এস, আর দেরী নয়, অনেক বেলা হয়ে গেল।

আলতা চল—কিন্তু— [উভয়ে প্রস্থান করিল]

তক্তপোষের নীচ হইতে লালচাঁদ বাহির হইল ; এদিক ওদিক দেখিয়া—

লালচাঁদ। না, কবিদের কথা বিলকুল মিথ্যে। এতদিন ধারণা ছিল তরুণীরা একটু নিরিবিলি পেলেই নিজেদের মধ্যে কেবল রসের কথা আলোচনা করেন। তা নিজের কানে যা শুন্‌লুম তাতে রস ত কিছু পেলুম না। একজন যদি বা প্রেমের কথা একবার উচ্চারণ করলেন, অন্যটি কেঁদেই আকুল। এদিকে আমি শালা তক্তপোষের তলায় কাঠ হয়ে পড়ে আছি, আর, একপাল আরসোলা আমার গায়ের ওপর কুচকাওয়াজ করছে। না—আর এ সব পোষাচ্ছে না। [প্রস্থানোদ্যত] ও বাবা, কারা যেন আসছেন! সট্‌কান দেবার ত রাস্তা নেই—আবার তক্তপোষের তলায় ঢুকি।

[তথাকরণ]

অজয় ও রণবীর কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ করিল, রণবীরের কথার ভঙ্গীতে মুরুব্বিয়ানা প্রকাশ পাইতেছে।

রণবীর। আলাপ না থাকলেও আপনাকে আমি অনেকবার দেখেছি ; আপনি যে আশুবাবুর সেক্রেটারী ছিলেন তাও জানি কিন্তু ঘনিষ্টভাবে পরিচয় করবার সুযোগ ঘটে ওঠে নি।

অজয়। এতদিন পরে যে সে সুযোগ ঘটল এটা আমার সৌভাগ্য।

চেয়ার নির্দেশ করিল

রণবীর। না না, সৌভাগ্য আর কি—[উপবেশন] তা সে যাক, মিস্ আলতা ভাল আছেন ত ?

অজয়। কুমারী আলতা ভালই আছেন।

রণবীর। পিতার মৃত্যুর পর কিছুদিন সামাজিক আমোদ প্রমোদে যোগ না দেওয়াই রুচিসঙ্গত! কিন্তু তবু, আমরা তাঁর এই শোকে সহানুভূতি না জানালেও আমাদের কর্ত্তব্যের ত্রুটি হয়!

অজয়। তা ত বটেই। শোকে সহানুভূতি জানানো প্রত্যেক মানুষেরই কর্ত্তব্য।

রণবীর। মিস্ আলতা বাড়ীতেই আছেন ত?

অজয়। হলফ্ দিয়ে বলতে পারি না, তবে আমার বিশ্বাস তিনি বাড়ীতেই আছেন।

রণবীর। তাহ'লে তাঁকে যদি একবার খবর দেন ত ভাল হয়। তাঁর সঙ্গে দেখা করব বলেই এসেছি।

অজয়। দেখা করবেন!—কোনো দরকার আছে কি?

রণবীর। বললুম ত' সহানুভূতি জানাতে চাই।

অজয়। কিন্তু জানানো ত হয়ে গেছে। আমার কাছে যখন জানিয়েছেন তখন তাঁর কাছেও জানান হয়েছে।—আর কোন কাজ আছে কি?

রণবীর। [বিরক্তভাবে] না, তাঁর সঙ্গে দেখা করাই প্রধান কাজ।

অজয়। কিন্তু তা ত হতে পারে না। আপনি জানেন বোধ হয়, আমি তাঁর অভিভাবক। ও জিনিষটার আমি অনুমোদন করি না।

রণবীর। [শ্লেষ-মন্থর কণ্ঠে] আপনি অনুমোদন করেন না! কোন্ জিনিষটার অনুমোদন করেন না শুনি?

অজয়। আপনি যে জিনিষটা প্রস্তাব করেছেন। অনাত্মীয় পুরুষদের সঙ্গে অকারণে মেয়েদের মেলামেশা আমি পছন্দ করিনা।

রণবীর। বটে! কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে আলতা আমার বান্ধবী।

অজয়। আলতা নয়—আলতা দেবী। মহিলাদের সম্বন্ধে সসম্ভ্রমে কথা বলা বাঞ্ছনীয়।

রণবীর। তাই নাকি! আপনি শিষ্টাচারও জানেন দেখছি। গলার মধ্যে ব্যঙ্গপূর্ণ হাস্য করিল] শিখলেন কোথায়? অনাথ আশ্রমে?

অজয়। আজ তা হলে আসুন। নমস্কার।

রণবীর। [উঠিয়া বিষাক্ত কণ্ঠে] অজয়বাবু, আমি ডাক্তার, আপনার কী রোগ হয়েছে বলব? whitlow হয়েছে। অর্থাৎ শাদা বাংলায় যাকে বলে আঙুল ফুলে কলা গাছ। বুঝলেন?

দ্বারের দিকে চলিল

ত্রিদিব প্রবেশ করিল

ত্রিদিব। রণবীর বাবু যে! ভাল ত? তারপর অজয়, আলতার খবর কি?

অজয়। ভাল। তুমি ভেতরে যাও ত্রিদিব দা।

ত্রিদিব ঈষৎ বিস্মিতভাবে একবার অজয় একবার রণবীরের পানে তাকাইল, তারপর অন্দরের দিকে অগ্রসর হইল।

রণবীর অট্টহাস্য করিয়া উঠিল

রণবীর। ও—ত্রিদিব বাবুর বেলা মহিলার সম্ভ্রম রক্ষার দরকার নেই দেখছি, তিনি আসবামাত্র অন্দরমহলের ছাড়পত্র পেয়ে গেলেন। বলি, ব্যাপারখানা কি? ঝেড়েই কাশুন না, অজয় বাবু।

ত্রিদিব। [ফিরিয়া] কি, কি হয়েছে অজয়?

অজয়। কিছু না।

রণবীর। যা হয়েছে তা এতক্ষণে বুঝতে পারছি। কালনেমির লঙ্কাভাগ। [হাস্য] দু'জনে মতলব করে আলতা আর তার বিষয় ভাগাভাগি করে নেবে, তৃতীয় ব্যক্তিকে আমল দেবে না—এই ত! তা আলতা কার ভাগে পড়ল?

ত্রিদিব। চোপ রও ছুঁচো কোথাকার। তোমাকে আমি ভদ্রলোক বলে জানতুম; দেখছি তুমি একটা ইতর; একটা আস্ত ক্যাড।

রণবীর। [অট্টহাস্য করিল] ল্যাজে পা পড়তেই যে ফোঁস করে উঠেছ ত্রিদিব বাবু! ঠিক ধরেছি তাহ'লে diagnosis ভুল হয়নি। হাঃ—হাঃ—হাঃ—

ত্রিদিব। [ঘুষি বাগাইয়া] বেরোও এখান থেকে—ক্যাডাভারাস উল্লুক! নইলে ঘুষি মেরে মুখের চেহারা বদলে দেব।

অজয়। [বাধা দিয়া] যেতে দাও ত্রিদিবদা, ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করো না।

রণবীর। হাঃ—হাঃ—হাঃ সাবাস! বলিহারি। দুজনে মিলে খাসা অভিনয় করেছ। তোমাদের জোড়া নেই বাবা—একেবারে রাজযোটক। কিন্তু বাঘেরও ঘোঘ আছে যাদু। মনে রেখো। এক সঙ্গে রাজকন্যে আর ষোল আনা রাজত্ব ভোগ দখল করা অতি সহজ নয়।
(প্রস্থান)

ত্রিদিব। কী সাংঘাতিক বদ্‌মায়েস! ভদ্রসমাজে ভদ্রলোক সেজে বেড়ায়, কখনো ভাবতে পারিনি যে লোকটার মন এত নোংরা।

আলতা প্রবেশ করিল

আলতা। কিসের এত গোলমাল! [ত্রিদিবকে দেখিয়া সহাস্যে] আপনি চেঁচাচ্ছিলেন নাকি?

ত্রিদিব। আরে না না, ঐ হতভাগা রণবীরটা—

অজয়। [মৃদুহাস্যে] তুমিও কম চেঁচাওনি ত্রিদিবদা।

আলতা। কি হয়েছিল? রণবীর বাবু এসেছিলেন?

অজয়। হ্যাঁ।

আলতা। কেন এসেছিলেন?

অজয়। তোমার সঙ্গে দেখা করে সহানুভূতি জানাতে।

আলতা। ও—তা, তিনি চলে গেলেন কেন?

অজয়। চলে গেলেন যেহেতু আমি তাঁকে বল্লুম যে তোমার সঙ্গে তাঁর দেখা হতে পারে না।

আলতা। [ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া] আপনি জানেন রণবীর বাবু আমার একজন বন্ধু ?

অজয়। শুনেছি বটে। তিনিও সেই ধরণের কথাই বললেন।

আলতা। [তীব্রক্রোধে] তবে কোন স্পর্দ্ধায় আপনি তাঁকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন ?

ত্রিদিব। আহাহা—আলতা তুমি অমন করছ কেন ? রণবীরকে তাড়িয়ে দিয়ে অজয় কিছুমাত্র অন্যায় করেনি। আর, সত্যি কথা বলতে কি, অজয় তাকে তাড়ায় নি, তাড়িয়েছি আমি। আর একটু হলেই একটি মুষ্ট্যাঘাতে তার দাঁত ভেঙে দিতুম।

আলতা। ত্রিদিব বাবু, আপনি এদের দলে ! আপনিও এমন করে আমাকে নির্য্যাতন করতে চান।

ত্রিদিব। তুমি ভুল করছ আলতা। রণবীরটা একটা প্রকাণ্ড ক্যাডাভারাস শয়তান। কোনো ভদ্রমহিলার ওর সঙ্গে কথা কওয়া উচিত নয়।

আলতা। আমি কিছু শুনতে চাইনা, আপনারা সবাই মিলে আমাকে শাস্তি দিতে চান, আমাকে অপমান করতে চান। আমি বুঝেছি। কিন্তু এমন ভাবে দগ্ধে দগ্ধে না মেরে আমাকে একেবারে মেরে ফেলুন না, তাহলে আপনাদের সকলের প্রাণেই শান্তি হবে। বিশেষত অজয় বাবুর। [ক্রন্দনোন্মুখী]

ত্রিদিব। [আলতার দুই স্কন্ধে হাত রাখিয়া দৃঢ়স্বরে] পাগলামি করো না আলতা। অজয় তোমার কতবড় শুভাকাঙ্ক্ষী তা যদি এখনো না বুঝে থাকো তাহলে সে তোমার বুদ্ধির দোষ। ও যা করেছে তাতে বিন্দুমাত্র অন্যায় হয়নি। তুমি নিজেই ভেবে দেখ দেখি, সম্ভ্রান্ত

ঘরের বিদুষী মেয়ে তুমি, একজন অতি সাধারণ স্ত্রীলোকের মত কতকগুলো অপদার্থ লোকের সঙ্গে হাসি তামাসায় সময় কাটানো কি তোমার শোভা পায়! তুমি শিক্ষিতা, কিন্তু তোমার শিক্ষা যদি তোমাকে শান্ত সংযত হবার প্রেরণা না দিয়ে থাকে, তাহলে সে শিক্ষার মূল্য কি? আজ তুমি ছেলেমানুষ, কাল তুমি ভবিষ্য বংশের জননী স্থানীয় হয়ে দাঁড়াবে। বুঝতে পারছ না কতবড় দায়িত্ব তোমার মাথার ওপর রয়েছে?

আলতা। কিন্তু—আমি—আমি—

ত্রিদিব। নিজের সুখ সুবিধা খেয়ালের মোহে অন্ধ হয়ে থেকোনা আলতা। তোমাকে ত আমি জানি, একদিন তোমার চোখ ফুটবে। তখন আজকের কথা ভেবে, নিজের এই দায়িত্বহীন অর্থহীন প্রয়োজনহীন জীবনের কথা ভেবে তোমার নিজেরই লজ্জা হবে। সে লজ্জা যাতে দুঃসহ না হয়ে ওঠে এখন থেকে সে চেষ্টা কর।

আলতা। কি করব আমি! কি করতে বলেন আমাকে আপনারা?

ত্রিদিব। [হঠাৎ আত্মসচেতন হইয়া আলতাকে ছাড়িয়া দিয়া] আমি কিছুই বলিনা, বলবার অধিকারও নেই। ঝোঁকের মাথায় লম্বা লেক্‌চার দিয়ে ফেললুম; মাপ করো।—আরে যাঃ, কোথায় এলুম তোমাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে অমুর হাতের চা খাবো বলে—তা সব ভেস্তে গেল। নাঃ আমি চললুম। এর পর আর চায়ের আসর জমবে না। [প্রস্থানোদ্যত]

অজয়। দাঁড়াও ত্রিদিবদা, আমিও বেরুব।

ত্রিদিব। তুমি আবার এখন কোথায় বেরুবে?

অজয়। একটু কাজ আছে শেয়ার মার্কেটের দিকে। আলতা,

অনুকে বলে দিও আমি ফিরে এসে খাব। ফিরতে হয়ত একটু বেলা হবে। আমার জন্যে যেন বসে না থাকে, চল ত্রিদিবদা।

(উভয়ের প্রস্থান)

আলতা কিছুক্ষণ দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল।

আলতা। এরা আমাকে কোন্ পথে নিয়ে যাচ্চে? অজয়বাবু কি সত্যই আমার ভালর জন্যে—? ত্রিদিববাবু ত মিথ্যে বলবার লোক নয়। [চিন্তা] এক এক সময় মনে হয় ত্রিদিববাবু আমাকে মনে মনে ভালবাসেন, কিন্তু কখনো ভাবে ইঙ্গিতেও তা প্রকাশ করেন নি। কিন্তু আমার চিরজীবনের পরিচিত পথ ছেড়ে আমি কি করে চলব! অজয়বাবু—আশ্চর্য্য লোক! লোহার মত শক্ত, অথচ দেখলে মনে হয় তুলোর চেয়েও নরম। হাসি ঠাট্টা করতেও ত জানেন। অনুর সঙ্গে এমন করেন যেন পিঠো-পিঠি ভাই বোন অথচ আমার সঙ্গে—

তক্তপোষের তলায় হুটোপুটী শব্দ হইল।

আলতা। ও কি। কে? [লালচাঁদ হামাগুড়ি দিয়া বাহির হইল ও মেঝের উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া নাকের মধ্যে হইতে যেন কিছু বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল]

আলতা। [সভয়ে উঠিয়া] এ যে একটা লোক! অজয়বাবু! অনু—অনু—

ছুটীয়া ভিতর দিকে পলায়ন করিল ও সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

লালচাঁদ। শালার আরসোলা! নাকের মধ্যে ঢোকবার জন্যে একেবারে ধস্তাধস্তি। [হাঁচি] ভাগ্যে আর একটু আগে হেঁচে ফেলিনি তাহলে গুণ্ডাদুটো মিলে ঠেঙিয়ে আধমরা করে দিত। [উঠিয়া] ইনিই আলতা দেবী! আধুনিকা শিক্ষিতা হলে কি হয়, বঙ্গমহিলা ত! অচেনা মানুষ তক্তপোষের তলা থেকে বেরুচ্ছে দেখেই অন্দর মহলের দিকে ছুট দিলেন! কিন্তু আর নয়, এখনি হয়ত আলতাদেবীর আরো

গুটিকয়েক উমেদার এসে হাজির হবেন। আরে খেলে যা—এ যে বলতে না বলতেই—

লালচাঁদ পুনশ্চ তক্তপোষের তলায় ঢুকিবার অবকাশ পাইল না। কুমার প্রবেশ করিল।

কুমার। পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমন্তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা ঃ

লালচাঁদ। আজ্ঞে হ্যাঁ, খাঁটি নির্জ্জলা সত্যি কথা—ভেজাল নেই। এবার আপনি বসুন, আমি বিদেয় হই।

কুমার। আপনি কে ?

লালচাঁদ। আমি কে সেটা এখন ঠিক মনে পড়ছে না। নাকের মধ্যে আরসোলা ঢুকেছিল, আর একটু হলেই ব্রহ্মকোটরে গিয়ে বাসা বাঁধত, অনেক কষ্টে বার করেছি। কিন্তু মাথাটা কেমন ঘুলিয়ে গেছে। চললুম—নমস্কার। [প্রস্থান]

কুমার। বোধ হয় পাগল! পৃথিবীতে সবাই পাগল; হয়ত আমিও পাগল! সেও পাগল ছিল—নইলে মরতে গেল কেন? আর, সে যদি মরেছে, আমিই বা বেঁচে আছি কেন? পাগলামি—সব পাগলামি—

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম
কস্তুরী মৃগ সম।
ফাল্গুন রাতে দক্ষিণ বায়ে
কোথা দিশা খুঁজে পাইনা
যাহা যাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাইনা।

অন্দরের দিক হইতে অনু প্রবেশ করিল।

অনু। আলতা—রান্নাবান্না ফেলে কোথায় গেলে—

কুমার। এ কি! অনু! তুমি বেঁচে আছ—

অনু। তুমি! তুমি!

কুমার। অনু। সত্যিই তবে তুমি বেঁচে আছ!

অনু। তুমি! তুমি! না—না—না—[ব্যাকুল দিশাহারা ভাবে ছুটিয়া প্রস্থান করিল। কুমার চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়াইয়া রহিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

কেশবের গৃহে শেখরের কক্ষ। মেঝের একধারে ফরাস পাতা; কয়েকটী বাদ্যযন্ত্র ইতস্তত ছড়ানো রহিয়াছে। ঘরের অন্য প্রান্তে একটী ছোট টেবিল, দুটি চেয়ার ও একটী আলমারি রহিয়াছে। ঝর্ণা ফরাসের উপর একটী সেতার লইয়া গান অভ্যাস করিতেছে, অদূরে বসিয়া শেখর হাতে তাল দিতেছে, মাঝে মাঝে ঝর্ণার কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিইয়া গাহিতেছে। বেলা বৈকাল আন্দাজ পাঁচটা।

গান

পল্লীবধূ সন্ধ্যা হল
জল্‌কে চল জল্‌কে চল!
দিঘির জলে নামে কালো ছায়া—মায়াবিনী
বীথি পথে চল পল্লীজায়া—পথ চিনি
আসে রাত্রি সাথে লয়ে কাজল মায়া
পল্লীবধূ ওগো জল্‌কে চল।
তুলসীমূলে দীপ হয়নি জ্বালা—সন্ধিক্ষণে
বেণীবন্ধে নাহি নবমল্লীমালা—সঙ্গোপনে।
ফুরায় বেলা ওগো পল্লীবালা—জল্‌কে চল।

শেখর। আজ এই পর্য্যন্ত থাক। তোমার চা খাবার সময় হল। ঝর্ণা সেতার রাখিয়া উঠিবার উপক্রম করিল কিন্তু উঠি উঠি করিয়াও উঠিল না; দেখিয়া মনে হয় চা পান করিবার জন্য সে বিশেষ ব্যগ্র নয়।

ঝর্ণা। মাষ্টার মশাই, আপনি চা খান না কেন?

শেখর। আগে খেতুম। কিন্তু চায়ে আর আমার নেশা হয় না, তাই ছেড়ে দিয়েছি।

ঝর্ণা। চায়ে বুঝি আবার কারু নেশা হয়!—চলুন না মাষ্টার মশাই, আমার সঙ্গে বসে চা খাবেন। দাদা বাড়ী নেই, বাবা অফিস ঘরে কাজ করছেন,—একলা একলা চা খেতে কি ভাল লাগে।

শেখর। না ঝর্ণা। একসঙ্গে চা খাওয়াতে দোষের কিছুই নেই, কিন্তু ঐ চা খাওয়ার ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা তিক্ত স্মৃতি আমার মনে জড়িয়ে গেছে যে—আমি পারব না।

ঝর্ণা। বেশ চা খাবেন না, কিন্তু একটু জলখাবার কিম্বা দুটো ফল—? আপনি ত বিকেলবেলা কিছু খান না।

শেখর। না তাও নয়। [ঝর্ণার মুখ মলিন হইয়া গেল] আচ্ছা ঝর্ণা, তুমি চা খাওয়া ছেড়ে দিতে পার?

ঝর্ণা। আপনি যদি বলেন এক্ষুনি পারি—[আগ্রহভরা উৎসাহে] বলুন না মাষ্টার মশাই, ছেড়ে দেব?

শেখর। না তার দরকার নেই।—আমার শুধু ভয় হয় তুমিও ত বালিকা, আর, মনটি তোমার শরতের নদীর মত স্বচ্ছ—কোথায় তোমার জন্যে বিপদ লুকিয়ে আছে কে জানে?

ঝর্ণা। বিপদ! কোন্ বিপদের কথা বলছেন মাষ্টার মশাই!

শেখর। কালবোশেখী ঝড়ের মুখে প্রজাপতির যে বিপদ সেই বিপদের কথা বল্‌ছি, বাঘ ভাল্লুক ভরা জঙ্গলে একলা নিরস্ত্র ঘুরে

বেড়ানোর যে বিপদ সেই বিপদের কথা বলছি। কিন্তু তুমি বুঝবে না ঝর্ণা। তোমার মত সরল নির্ভরশীলা মেয়েরা গোড়ায় কিছু বোঝে না, এইটেই সব চেয়ে বড় বিপদ।

ঝর্ণা। কিন্তু এখনো যে আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না।

শেখর। পারবে না। তুমি যাও চা খাওগে।

ঝর্ণা। আপনি যাবেন না ? [শেখর মাথা নাড়িল ; ঝর্ণা ঈষৎ সঙ্কুচিত স্বরে] একটা জিনিষ তৈরী করেছিলুম, আপনাকে দেখাতুম—

শেখর। কি জিনিষ ?

ঝর্ণা। একটা ছবি এঁকেছি—

শেখর। তুমি ছবি আঁকতেও জান ? কার ছবি এঁকেছ ?

ঝর্ণা। আপনার !

শেখর। আমার ! সে কি, কেমন করে আঁকলে ?

ঝর্ণা। কেন মন থেকে এঁকেছি। [উৎসুক আগ্রহে] ভারি স্থন্দর হয়েছে মাষ্টার মশাই। দেখবেন না ?

শেখর। [ক্ষণকাল অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকিয়া] আশ্চর্য্য ! আজ নয় ঝর্ণা—কাল সকালে দেখব।

ঝর্ণা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহার মুখ দেখিয়া বোঝা গেল। সে কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

শেখর উঠিয়া আলমারি হইতে মদের বোতল ও গেলাস বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল।

শেখর। আশ্চর্য্য ! শকুন্তলা মিরাণ্ডার কথা কাব্যে পড়েছি। তারা ছিল আশ্রম বালিকা। ঝর্ণা এই পচা পঙ্কিল সংসারে থেকে এমন হল কি করে ? [মদ্যপান]—ওকে দেখে, ওর সংসর্গে এসে নিজেকে অশুচি মনে হয় ; আবার ভাল হতে ইচ্ছে করে, যেমন আগে ছিলুম।

না, আর হয় না। আমি ত ভাল ছিলুম, নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক ছিলুম; সংসার আমার সারা গায়ে সারা মনে পাঁক মাখিয়ে দিয়েছে। আমি কেন ভাল হব, কিসের আশায় ভাল হব! অধঃপথই আমার পথ। [মদ্যপান

বিভ্রান্ত ভাবে কুমার প্রবেশ করিল; তাহার লক্ষ্যহীন দৃষ্টি শূন্যে স্থাপিত

কুমার। ওরে মাতাল দুয়ার খুলে দিয়ে
পথেই যদি করিস মাতামাতি
থলি ঝুলি উজাড় করে দিয়ে
যা আছে তোর ফুরাস রাতারাতি।
অশ্লেষাতে যাত্রা করে সুরু
পাঁজি পুঁথি করিস পরিহাস
অকারণে অকাজ নিয়ে ঘাড়ে
অসময়ে অপথ দিয়ে যাস—
হালের দড়ি আপন হাতে কেটে
পালের পরে লাগাস ঝোড়ো হাওয়া
আমিও ভাই তোদের ব্রত লব
মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া।

শেখর। খুব ভাল কথা। চলে আসুন কুমার বাবু—[মদের গ্লাস আগাইয়া দিয়া]
শূন্য ব্যোম অপরিমাণ
মদ্য মনে করুন পান—[হাস্য]

কুমার। [সচকিত হইয়া] এ কি! ও—এটা আপনার ঘর!—[চেয়ারে বসিয়া পড়িল] শেখর বাবু, সে বেঁচে আছে—

শেখর। থাক বেঁচে—ক্ষতি কি? নিন, আর দেরী করবেন না—জুড়িয়ে গেল।

কুমার। ও—আপনি জানেন না। কেউ জানেনা, তার বেঁচে থাকা কত আশ্চর্য্য। এখনো যেন বিশ্বাস করতে পারছি না।—[মদের গেলাস দেখিয়া] ওটা কি ?

শেখর। মদ! অমৃত—সুধা—সাগর মন্থন করা জিনিষ। নিন, ঢক করে গিলে ফেলুন, দেখবেন যত অসম্ভব কথাই হোক বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে না।

কুমার। মদ! কখনো খাইনি। মদে কী হয় ?

শেখর। মদে মানুষ দেবতা হয়, দেবতা পিশাচ হয়। মদে সব মনে করিয়ে দেয়, সব ভুলিয়ে দেয়। কুমার বাবু, আমি কবি নই, কিন্তু —বুঝেছি ভাই সুখের মধ্যে সুখ

মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া !

কুমার। শেখর বাবু, আপনি বলতে পারেন, মদ কি অনুতাপের আগুন নেভাতে পারে ? বুকে দুর্জ্জয় সাহস আনতে পারে ? ভালবাসার জন্যে গৃহত্যাগী করতে পারে ?

শেখর। বোধ হয় পারে। খেয়েই দেখুন না—

কুমার মদের পাত্র লইল

সহসা কেশব প্রবেশ করিলেন। তাঁহার চেহারার অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। চক্ষু কোটরগত, গালের মাংস বসিয়া পড়িয়াছে, চুল প্রায় সমস্ত পাকা। কুমার তাঁহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি মদের গেলাস লুকাইল।

কেশব। এ কি ! কুমার, তুমি এখানে কি করছ !

কুমার। আমি—আমি—

কেশব। যাও—এখানে তোমার কি দরকার ?

কুমার। [যাইতে যাইতে সহসা ফিরিয়া] বাবা, সে—সে বেঁচে আছে—

কেশব। চুপ! [সভয়ে শেখরের দিকে তাকাইল] পরে হবে—ও পরে হবে। এখন যাও।

কুমার প্রস্থান করিল

কেশব। [শেখরকে তীক্ষ্ণচক্ষে দেখিয়া কাষ্ঠ হাসি] কুমার একটা আস্ত পাগল। আপনাকে কিছু বলেছে নাকি?

শেখর। কবিতা বলেছেন। বলেছেন, দুনিয়ায় যদি কোন সুখ থাকে, সে হচ্ছে মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া! এবিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার মত একদম মিলে যাচ্চে। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না। কেশব বাবু, আপনার বাড়ীতে কি ভূত আছে?

কেশব। [চমকিয়া] ভূত!

শেখর। ভূত কিম্বা পিশাচ কিম্বা আলাদীনের দৈত্য—যা বলুন। নইলে আমার বোতল ফুরিয়ে গেলেই আবার নতুন বোতল রেখে যায় কে?

কেশব। [স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া] ও তাই! আছে হয় ত! কিন্তু আপনার ত তাতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না?

শেখর। অসুবিধা—কিছু না। হাতের কাছে বিনামূল্যে অমৃত যোগান দেয় এমন বন্ধু একটা আছে!

কেশব। বেশ বেশ—[উপবেশন করিয়া গল্পচ্ছলে] শেখর বাবু! আপনি লাল পাঞ্জার নাম শুনেছেন নিশ্চয়?

শেখর। লাল পাঞ্জা! বসুন, ভেবে দেখি। কাগজে পড়েছি বলে মনে হচ্ছে—কে একটা মাড়োয়ারী কোটিপতি তার যুবতী স্ত্রীর প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করত, লাল পাঞ্জা তার ঘরে ঢুকে আগা-পাস্তলা চাবকেছে। লোকে বলে, লাল পাঞ্জা নাকি বিবেকের চাবুক।

কেশব। মিথ্যে কথা! লাল পাঞ্জা একটা দুর্দ্দান্ত বদমায়েস। বড়-লোকের জীবনের রহস্য বার ক'রে তাকে উৎপীড়ন করাই হচ্ছে তার

পেশা। কিন্তু লোকটা কে, কেউ ধরতে পারছে না, পুলিসও হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছে! আমি যদি তাকে পাই— [ধড়মড় করিয়া উঠিয়া] ওকি! ওকি! ওকি!—কে ডাকলে? শেখর বাবু, শুনতে পেলেন কে ডাকলে?

শেখর। কৈ না, আমি ত কিছু শুনিনি।

কেশব। শুনতে পেলেন না? কে যেন আমার পেছন থেকে ডাকলে 'কেশব'! ওই—ওই আবার! ওই ডাকছে।

শেখর। তাই নাকি! তবে বোধ হয় সেই ভূতটা হবে!

কেশব। ভূত! অ্যাঁ—না—না—ঐ! আশু! আশুর গলা! আমি তোমাকে মারিনি—আমি ওষুধ দিয়েছিলুম—লাল পাঞ্জা দেখেছে, ওষুধ দিয়েছিলুম—

শেখর। কেশব বাবু—কেশব বাবু! [ঝাঁকানি দিল]

কেশব। সম্পত্তি? আলতার সম্পত্তি? আমি সব ফেরত দেব, শপথ করছি! ডবল করে ফেরত দেব। তুমি আর এসো না—আর এসো না—

[উন্মত্তবৎ প্রস্থান)

শেখর। মস্তিষ্কে কীট প্রবেশ করেছে—পাগলামির বীজাণু!—

শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি
সরমের ডালি
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্র শিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালী—

আমারও পাগলামির ছোঁয়াচ লাগল না কি? লাগুক—মন্দ কি? ডাক্তার, ডাক্তার!

Canst thou not minister to a mind diseased,
Pluck out from the memory a rooted sorrow,
And with some sweet oblivious antidote—?

উহুঁ—এ রোগ ডাক্তারের চিকিৎসার বাইরে। Therein the patient must minister unto himself! পাগলের মহৌষধ ত হাতের কাছেই রয়েছে—[হাস্য ও মদ্যপান]

হাতে একটি ছবি লইয়া ঝর্ণা পা টিপিয়া প্রবেশ করিল

ঝর্ণা। মাষ্টার মশাই!

শেখর চকিতে উঠিয়া মদের বোতল প্রভৃতি আড়াল করিয়া দাঁড়াইল

শেখর। ঝর্ণা! তুমি আবার এলে যে?

ঝর্ণা। ও কি! আপনি কি খাচ্ছিলেন?

শেখর। কিছু নয়।

ঝর্ণা। নিশ্চয় কিছু খাচ্ছিলেন। বোতলে কি আছে?

শেখর। [কিছুকাল নীরব থাকিয়া] মদ!

ঝর্ণা। মদ! আপনি মদ খাচ্ছিলেন! না না; মিছে কথা, আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন।

শেখর। ঠাট্টা নয় ঝর্ণা, সত্যিই মদ খাচ্ছিলুম।

ঝর্ণা। [শিথিল দেহে বসিয়া পড়িল] কিন্তু কেন? কেন? আপনি মদ খাবেন কেন? মদ ত মন্দ লোকেরা খায়।

শেখর। আমিও মন্দ লোক ঝর্ণা।

ঝর্ণা। না কক্ষনো না, আমি বিশ্বাস করি না। আপনি—আপনি —[টেবিলের ধারে মাথা রাখিয়া কান্না]

শেখর। [বিস্মিত বিচলিত] ঝর্ণা, তুমি কাঁদছ?

ঝর্ণা। [মুখ তুলিয়া] আমার কান্না পাচ্ছে। কেন আপনি নিজেকে মন্দ লোক বলবেন? কেন আপনি মদ খাবেন?

শেখর। কেন মদ খাই তা তোমাকে বোঝাতে পারব না ঝর্ণা।

ঝর্ণা। আমি বুঝতে চাই না। আপনাকে আমি মদ খেতে দেব না। বলুন আর মদ খাবেন না!

শেখর। ঝর্ণা—

ঝর্ণা। [সবেগে মাথা নাড়িয়া] না বলুন—নইলে আমি পড়ে থাকব এখানে, পড়ে পড়ে খালি কাঁদব। বলুন।

শেখর। ঝর্ণা, তুমি যা বলছ তার মানে বুঝতে পারছ? আমি একটা নরকের কীট—আমার জন্যে তুমি—

ঝর্ণা। বলবেন না? বলবেন না? বেশ, তবে—

ছবির উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল

শেখর। ওটা কি? [ছবি টানিয়া দেখিল]

ঝর্ণা। আপনার ছবি।

শেখর। আমার ছবি! এ কি করেছ ঝর্ণা! আমারি চেহারা বটে, কিন্তু এর মুখে যে মনুষ্যত্বের চিহ্ন আঁকা রয়েছে! কপালে উদ্দীপনার আলো, চোখে বিশ্বাসের জ্যোতি। এ কার ছবি তুমি এঁকেছ?

ঝর্ণা। আপনার ছবি এঁকেছি।

শেখর। কিন্তু—কিন্তু—বিশ্বাস হয়না। আমার মুখে কি এখনো মনুষ্যত্বের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে! কালীর প্রলেপে মুছে যায়নি! ঠিক বল্‌ছ ঝর্ণা?

ঝর্ণা। ঠিক বল্‌ছি। আপনার মুখ থেকে মনুষ্যত্বের চিহ্ন মুছে যেতে পারে না। এবার বলুন, মদ খাবেন না।

শেখর। মদ খাবনা? কিন্তু—

ঝর্ণা। আমার গা ছুঁয়ে বলুন, আর কখনো মদ ছোঁবেন না।

শেখর। তোমার গা ছুঁয়ে! এসব তুমি কি বলছ ঝর্ণা, ক্লেদাক্ত নরকের কীটকে কোন্ নির্ম্মল নির্ঝরিণীর প্রলোভন দেখাচ্ছ? তোমার গায়ে ত আমি হাত দিতে পারব না—আমার হাত পুড়ে যাবে।

ঝর্ণা। বেশ তবে আমিই তোমার গায়ে হাত দিচ্ছি [শেখরের ডান হাত দুহাতে লইয়া নিজ বক্ষে রাখিল] এবার বল।

শেখর। [আবেগরুদ্ধ স্বরে] ঝর্ণা ! [তারপর সসম্ভ্রমে মাথা নীচু করিয়া] আর মদ ছোঁব না।

উভয়ে কিছুক্ষণ এইভাবে অবস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আলতার শয়ন কক্ষ। একপাশে শয্যা, অন্য দিকে ড্রেসিং টেবিল ; একটি লাল নাইট ল্যাম্প ঘরটিকে ঈষদালোকিত করিয়া রাখিয়াছে।

একটা আবছায়া মানবের মূর্ত্তি নিঃশব্দে গবাক্ষ দিয়া প্রবেশ করিল, তাহার মুখে লাল মুখোস, হাতে কি একটা রহিয়াছে ; আলতার শয্যার উপর উহা রাখিয়া দিয়া মূর্ত্তি আবার ছায়ার মত নিঃশব্দে গবাক্ষ পথে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কিয়ৎকাল পরে আলতা ও অনু ঘরে প্রবেশ করিয়া বড় আলো জ্বালিল।

অনু। এই ঘরে—চুপি চুপি—কেমন ?

আলতা। না ভাই, যদি অজয়বাবু এসে পড়েন ?

অনু। আস্‌বেন না। আর যদি এসেই পড়েন, তিনিও দেখবেন !

আলতা। না, সে আমি পারব না।

অনু। কেন, লজ্জা করবে ?

আলতা। না—তা নয়, তবে—উনি এসব ভালবাসেন না।

অনু। তাহলে আজকাল একটু ভয়ও হয়েছে ?

আলতা। ভয় আবার কিসের ! আমি কাউকে ভয় করি না।

অনু। আমি সে ভয়ের কথা বলিনি। মানুষ যাকে শ্রদ্ধা করে তার মনে কষ্ট দিতে ভয় পায়, সেই ভয়ের কথা বলেছি।—আচ্ছা আলতা, সত্যি বল, এখন তুমি আগেকার মত সকলের সামনে নাচতে পারো ? [আলতা চুপ করিয়া রহিল] বলনা ভাই, পারো ?

আলতা। বোধ হয় পারি না, লজ্জা করে।

অনু। কেন লজ্জা করে? আগে ত করত না!

আলতা। [নড়িয়া চড়িয়া] তোমাদের দুই ভাই বোনের সংসর্গে এসে আমার মন বোধ হয় দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। লজ্জা দুর্ব্বলতার লক্ষণ জান ত?—কিন্তু ও কথা এখন যাক। আজ কি রান্না বান্না কিছু হবে না? অজয়বাবুর কি আজ একাদশী?

অনু। একাদশী হতে যাবে কেন, ত্রিদিব বাবুর বাড়ীতে তাঁর নেমন্তন্ন।

আলতা। ও—আমি জানতুম না।

অনু। কী সব ভাই কাজের কথা হবে তাই ত্রিদিববাবু নেমন্তন্ন করেছেন! ওঁরা দুজনে মিলে শেয়ারের ব্যবসা করেছেন কিনা।

আলতা। হুঁ—ওসব কাজ-টাজ মিছে কথা। অজয়বাবু নিজেই যেচে নেমন্তন্ন নিয়েছেন, আর, কেন নিয়েছেন তাও আমি বুঝতে পেরেছি।

অনু। কেন?

আলতা। আমার হাতের রান্না খাবার ভয়ে পালিয়েছেন! [তিক্তস্বরে] কেন ভাই রোজ রোজ তুমি আমাকে রাঁধতে বল! আমি পারি না, উনিও মুখে দিতে পারেন না—

অনু। তাই নেমন্তন্ন খেয়ে পেট ভরাতে গেছেন। কিন্তু তোমার রান্না ভাল লাগে না এ কথা তিনি একদিনও বলেছেন কি?

আলতা। বলেন নি—হয়ত সঙ্কোচ হয়েছে। তোমার অজয়দা ভাল-মানুষ লোক, মুখ ফুটে বলতে পারেন নি।

অনু। অজয়দা ভালমানুষ লোক, তাহলে স্বীকার করছ?

আলতা। আমার স্বীকার করা না করায় কি আসে যায়! আমি ত পর, বাইরের লোক। তুমি তাঁকে ভালমানুষ বলে জানো—তাহলেই হল।

অনু। আলতা, কি উলুটো বোঝা মেয়ে তুমি! ইচ্ছে করে তোমায় ধরে ঝাঁকানি দিই!—এই যে কোঁকড়া চুলে ভরা মাথাটি, ওর মধ্যে বুদ্ধি কি এক ফোঁটা নেই? পদ্মপলাশের মত চোখদুটি কি মুখের শোভার জন্যেই ভগবান দিয়েছিলেন? দেখে কি দেখতেও পাও না?

আলতা। কী দেখব?

অনু। দেখবে তোমার মাথা আর তোমার মুণ্ড!—নাও, নাচতে যদি নিতান্তই লজ্জা করে, একটা গান গাও—

আলতা। না ভাই, আমার কিছু ভাল লাগছে না, শরীরটা কেমন যেন ক্লান্ত বোধ হচ্ছে—[বিছানার দিকে তাকাইল] ও কি! আমার বিছানায় ফুল রাখলে কে?

শয্যা হইতে পাঁচটি লাল গোলাপের গুচ্ছ তুলিয়া লইল

অনু। ওমা সত্যি ত! পাঁচটি গোলাপ ফুল! কোত্থেকে এল ভাই?

আলতা। তা ত জানিনা! জানালা খোলা রয়েছে দেখছি! কে রেখে গেল?

অনু। হয় ত তোমার কোন বন্ধু চুপি চুপি রেখে গেছেন।

আলতা। বন্ধু? কে বন্ধু পাঁচটি ফুল—লাল ফুল [সহসা আলতার চক্ষু উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল] অনু, বুঝেছি কে ফুল রেখে গেছেন!

অনু। কে?

আলতা। লাল পাঞ্জা! পাঁচটি লাল ফুল, বুঝতে পারলে না?

অনু। লাল পাঞ্জা! কিন্তু শুনেছি—লাল পাঞ্জা শুধু হাতের ছাপ পাঠায়।

আলতা। সে যাদের শাস্তি দিতে চায় তাদের পাঠায়। লাল পাঞ্জা আমার বন্ধু—আমার—[মুগ্ধভাবে ফুলের আঘ্রাণ লইল]

অজয় প্রবেশ করিল

অজয়। এই যে অনু তুমি এখানে। তোমাকে খুঁজছিলুম।

অনু। কেন অজয়দা, তুমি এখনো ত্রিদিববাবুর বাড়ী গেলে না?

অজয়। না, এইবার যাব। আজ শেয়ার মার্কেটে কিছু লাভ করেছি, তাই ভাবলুম তোমার জন্যে যাহোক কিছু নিয়ে যাই [পকেট হইতে মখমলের কৌটা বাহির করিয়া দুটা দুল দেখাইল] কেমন, পছন্দ হয়?

অনু। অজয়দা, একবার এদিকে এস ত [দূরে লইয়া গিয়া চাপা গলায়] আলতার জন্যে কি এনেছ?

অজয়। কিছু ত আনিনি।

অনু। আনো নি! কেন আনলে না?

অজয়। মনে ছিল না।

অনু। তুমি ইচ্ছে করে আনো নি। উঃ, অজয়দা, তুমি মাঝে মাঝে এমন কাণ্ড কর যে লজ্জায় আমার মুখ দেখাবার যো থাকে না। না, আমি তোমার উপহার নেব না। কেন তুমি আলতাকে অমন করে অবহেলা করবে!

[দ্রুত প্রস্থান

আলতা এতক্ষণ আরক্তমুখে শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অজয়ও যখন ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইবার উপক্রম করিল, তখন আলতা তাহার অপমানলাঞ্ছিত মুখে জোর করিয়া একটু হাসি আনিয়া অজয়ের দিকে ফিরিল।

আলতা। অজয় বাবু, দাঁড়ান—[অজয় ফিরিল] অনুর জন্যে কি উপহার এনেছেন দেখি—[অজয় দেখাইল] বেশ জিনিষ। কিন্তু এর চেয়ে ভাল নয়। [ফুল দেখাইল]

অজয়। গোলাপ ফুল দেখছি! কোথায় পেলে?

আলতা। আমার এক বন্ধু আমাকে উপহার দিয়েছেন।

অজয়। ও! তা—বন্ধু এলেন কোন্ দিক দিয়ে?

আলতা। ঐ জানালা দিয়ে।

অজয়। বটে! বন্ধুটির নাম জানতে পারি কি?

আলতা। শুনবেন তাঁর নাম? লাল পাঞ্জা।

অজয়। লাল পাঞ্জা!—কিন্তু লাল পাঞ্জার সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব আছে তা ত জানতুম না।

আলতা। [অবরুদ্ধ ক্রোধে] শিগ্‌গিরই জানতে পারবেন। আপনি মনে করেন, ইচ্ছে করলেই আমাকে অপমান করতে পারেন; সেটা আপনার ভুল। আপনি সাবধানে থাকবেন।

অজয়। আমি খুব সাবধানেই থাকি, রাত্রে ঘরে দোর বন্ধ করে শুই। কিন্তু অপমান আমি তোমাকে কোনদিন করিনি।

আলতা। করেছেন—একশ বার করেছেন! কিন্তু তা বোঝবার ক্ষমতাও বোধ হয় আপনার নেই।

অজয়। তা হবে—আর কিছু বলবার আছে কি? না থাকে আমি চললুম। তোমার শোবার ঘরে বেশীক্ষণ থাকলে তোমাকে অপমান করা হবে। [প্রস্থানোদ্যত]

আলতা। অজয়বাবু! [অজয় ফিরিল] দোহাই আপনার, আমাকে মুক্তি দিন। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আপনি আমাকে অব্যাহতি দিন।

অজয়। তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

আলতা। আপনার বাড়ীতে আপনাদের সংসর্গে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। স্নেহ মমতা ত দূরের কথা যেখানে দুটো মিষ্টি কথাও পাওয়া যায় না—সেখানে আর আমি তিষ্ঠিতে পারছি না। কোথাও আশ্রয় না পাই আমি গাছতলায় থাকব, আপনি আমাকে ছেড়ে দিন।

অজয়। কিন্তু তা কি করে হবে? আমার কর্ত্তব্যে ত আমি অবহেলা করতে পারি না! তোমার বাবার উইল—

আলতা। বাবার উইলের নাগপাশ ছিঁড়ে বেরুবার কি আমার কোন উপায় নেই?

অজয়। তোমার কুড়ি বছর বয়স কিম্বা বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত উপায়ই দেখছি না!

আলতা। বিবাহ! কি বললেন—বিবাহ?

অজয়। হ্যাঁ—বিবাহ। উইলের নির্দ্দেশ এই যে, তোমার বিবাহ হলেই আমার দায়িত্ব শেষ হবে।

আলতা। [অর্দ্ধ স্বগত] এ কথা আগে শুনিনি কেন! তাহলে ত এতদিন ধরে আমাকে অপমান সহ্য করতে হত না।

অজয়। কি করতে—বিবাহ?

আলতা। নিশ্চয়। কেন, আপনি আশ্চর্য্য হচ্ছেন নাকি?

অজয়। না! আমার একটা মহৎ গুণ, কোনো অবস্থাতেই আমি আশ্চর্য্য হই না। কিন্তু বিবাহের পাত্রটি হত কে? লাল পাঞ্জা নাকি?

আলতা। লাল পাঞ্জা! [ফুলের দিকে চাহিয়া] হ্যাঁ, তাঁকেই আমি বিয়ে করতুম! কেন করব না! লাল পাঞ্জার মত স্বামী পাওয়া ত ভাগ্যের কথা।

অজয়। [ঊর্দ্ধদিকে তাকাইয়া] হয়ত লাল পাঞ্জার বয়স ৭৫ বৎসর।

আলতা। কখ্খনো না—তিনি যুবাপুরুষ! আদর্শ যুবাপুরুষ তিনি, অসহায় নারীকে নির্য্যাতন করেন না—উদ্ধার করেন।

অজয়। তা হবে। তোমার সঙ্গে যখন তার এত মাখামাখি তখন তুমিই ভালো জানো।

আলতা। [অধর দংশন] মাখামাখি নেই—আমি তাঁকে কখনো দেখিনি। কিন্তু তিনি আমাকে চেনেন; আমার পক্ষে তাই যথেষ্ট!

অজয়। তাহলে—লাল পাঞ্জাকেই বিবাহ করা স্থির?

আলতা। আমার বিবাহ ত বিবাহ নয়, আপনার হাত থেকে

নিষ্কৃতি পাবার একটা উপায় মাত্র! লাল পাঞ্জা কেন, আমি যাকে সামনে পাব তাকেই বিবাহ করব; শুধু আপনার জেলখানা থেকে মুক্তি চাই।

অজয়। সে বেশ কথা, তাই কোরো তাহলে! [দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া] কিন্তু পাত্র যদি আমার পছন্দ না হয়, আমি বিয়ে হতে দেব না—

(প্রস্থান)

আলতা। এরা সব পাথর দিয়ে তৈরী! দয়া নেই মায়া নেই, একটা মিষ্টি কথা পর্য্যন্ত কইতে জানে না। আমি পারব না, পারব না—যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাব। এর চেয়ে গাছতলাও ভাল। সেই যে রূপকথার রাজকন্যা প্রতিজ্ঞা করেছিল, সকালে উঠে যার মুখ দেখবে তাকেই বিয়ে করবে, আমিও তাই করব।—

নেপথ্যে ত্রিদিবের কণ্ঠস্বর—অজয়। অজয়।

আলতা। ঐ ত্রিদিববাবু এসেছেন! ঠিক হয়েছে! আমি ওঁকে ভালবাসিনা কিন্তু তবু—; আমি মুক্তি চাই—মুক্তি চাই!

ত্রিদিব প্রবেশ করিল

ত্রিদিব। অজয় কোথায়? অনু বললে, এখানে আছে!

আলতা। ছিলেন, চলে গেছেন।

ত্রিদিব। ও তাকে খুঁজতেই বেরিয়েছিলুম—তারপর, তোমার খবর কি? তুমি আজকাল খুব ভাল রাঁধতে শিখেছ শুনলুম, কৈ আমাকে ত একদিনও নেমন্তন্ন করে খাওয়ালে না।

আলতা। ভাল রাঁধতে শিখেছি কে বললে?

ত্রিদিব। অজয় কাল বলছিল।

আলতা। বোধ হয় ঠাট্টা করে বলেছেন।

ত্রিদিব। ঠাট্টা বলে ত বোধ হল না। বরং আমি নেমন্তন্ন করাতে বেশ একটু বিমর্ষ হয়ে পড়ল। তা সে যাহোক তুমি আমাকে রেঁধে

খাওয়াচ্ছ কবে বল। নেহাৎ যদি নেমন্তন্ন না কর তাহলে অনাহূত ভাবেই একদিন খেয়ে যাব!—কিন্তু একে বারে ফাঁকি পড়তে রাজি নই। আজ চললুম অজয় হয়ত এতক্ষণ আমার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হয়েছে।

[গমনোদ্যত]

আলতা। ত্রিদিব বাবু, শুনুন—

আলতার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যে ত্রিদিব চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল।

ত্রিদিব। [কাছে গিয়া] কি হয়েছে? আলতা, আজ তোমার মুখ এত বিমর্ষ দেখছি কেন? আবার কিছু হয়েছে নাকি?

আলতা। [অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া] ত্রিদিব বাবু, আপনি—আপনি—

ত্রিদিব। থামলে কেন, কি বলবে বল?

আলতা। বলতে লজ্জা করছে যে!

ত্রিদিব। লজ্জা করছে! এমন কী কথা যা আমার সামনে বলতে লজ্জা করছে! আমার দিকে ফেরো ত দেখি।

আলতা। না—[জোর করিয়া] আপনি—আপনি আমায় বিয়ে করবেন?

ত্রিদিব। কী! কী বললে?

আলতা। বললুম ত—কতবার বলব?

ত্রিদিব। হয়ত শুনতে ভুল করেছি; কিন্তু মনে হল তুমি যেন বললে 'আপনি আমায় বিয়ে করবেন!'

আলতা। তাই ত বলেছি।

ত্রিদিব কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর নিজেকে একটা ঝাঁকানি দিয়া যেন মিথ্যার স্বপ্ন ঝাড়িয়া ফেলিল।

ত্রিদিব। না, বিশ্বাস হচ্চে না—[আলতার সম্মুখীন হইয়া] দেখি

তোমার মুখ [মুখ তুলিয়া ধরিল] এবার সত্যি কথা বল দোখ কী হয়েছে ?

আলতা। [হাত চাপিয়া ধরিয়া] ত্রিদিব বাবু, আপনি আমাকে উদ্ধার করুন, অজয় বাবুর হাত থেকে আমাকে বাঁচান—আমি আর কিছু চাই না।

ত্রিদিব। [ছাড়িয়া দিয়া] তাই বল ! [ঈষৎ হাসিয়া] এক মুহূর্ত্তের জন্যে আমার মনে হয়েছিল, বুঝি সত্যিই তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাও।

আলতা। সত্যিই চাই, ত্রিদিব বাবু।

ত্রিদিব। [সস্নেহে পিঠে চাপড় মারিয়া] পাগলি ! রাগ হলে আর জ্ঞান থাকেনা। অজয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে ত ? ও কিছু নয়, এক সঙ্গে থাকতে গেলে ঘটি-বাটিতে ঠোকাঠুকি লাগে, মিটে গেলে আর কিছু থাকবে না। কিন্তু তোমার এ অভ্যেসটা ত ভাল নয় ! রাগ হলেই যদি যার-তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে বসো তাহলে বিপদে পড়বে। সকলে ত্রিদিব বাবু নয়—আসল কথাটি বুঝবে না ; তখন সারা জন্ম ধরে কাঁদলেও আর উপায় থাকবে না।

আলতা। আপনিও আমাকে অপমান করলেন ! উঃ ভেবেছিলুম আপনি আমাকে ভালবাসেন।

ত্রিদিব। ভালবাসি আলতা। তোমাকে এত ভালবাসি যে সে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। আর, সেই জন্যেই তোমাকে বিয়ে করে তোমার জীবনটা নষ্ট করে দিতে পারব না ; তুমি জান না কিন্তু আমি জানি তোমার মন কোথায় বাঁধা পড়েছে। যেদিন মান—অভিমান দর্প-অহঙ্কার সব ভেঙে পড়বে, সেদিন তুমিও বুঝতে পারবে। কিন্তু আর নয়, এবার চললুম— [প্রস্থান]

আলতা। কেউ আমাকে চায় না ! এত নগণ্য আমি ! আমি কী

করব এখন! আমার জীবনটা যেন দিন-দিন জট পাকিয়ে যাচ্ছে; গুটিপোকার মতন নিজের জালে নিজে জড়িয়ে পড়েছি। কেন এমন হল! কেন এমন হল!

[উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে প্রস্থান]

অনু প্রবেশ করিল

অনু। আলতা! কৈ, কেউ ত নেই। এরা সব গেল কোথায়!

গবাক্ষ পথে কুমারকে দেখা গেল

কুমার। [চাপা গলায়] অনু—আমি এসেছি!

অনু। তুমি! আবার!—

কুমার আসিয়া অনুর সম্মুখে নতজানু হইল

কুমার। অনু, আজ চোরের মত লুকিয়ে আমি তোমার কাছে এসেছি। আমার দুর্ব্বলতা আমাকে তোমার কাছে অপরাধী করে রেখেছিল; তারপর তুমি যখন চলে গেলে তখন বুঝতে পারলুম নিজের কী সর্ব্বনাশ করেছি। আমাকে ক্ষমা কর অনু, আমি ভাবতে পারিনি যে ইহজন্মে তোমার কাছে ক্ষমা চাইবার অবকাশ পাব।

অনু। কিন্তু—আমি যে ভুলতে চেয়েছিলুম—

কুমার। ভুলতেই ত হবে অনু; আমার দোষ-ত্রুটি ভুলে গিয়ে আমার হাত ধরে তোমাকে দাঁড়াতে হবে [উঠিয়া] আমার দুর্ব্বলতা আমি কাটিয়ে উঠেছি—এখন তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়াও, আমার অতীত দুর্ব্বলতার সব গ্লানি মুছে দাও, পৃথিবীতে সকলের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার অধিকার দাও—[হস্ত প্রসারণ] এস!

অনু কিছুক্ষণ নিশ্চল হইয়া রহিল; তারপর ধীরে ধীরে কম্পিতহস্তে কুমারের প্রসারিত হস্ত ধারণ করিল

দ্বিতীয় দৃশ্য

কেশবের গৃহে বহুমূল্য আসবাবে সজ্জিত ড্রইং রুম। পিয়ানোতে বসিয়া শেখর ও তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ঝর্ণা গান কবিতেছে। কখনো ঝর্ণার কখনও শেখরের গলা শুনা যাইতেছে। গানের 'আমার প্রিয়া' কথাগুলি শেখর গাহিতেছে।

পিয়াল বনে আমার প্রিয়া বেড়ায় ঘুরে ছন্দ হয়ে,
প্রজাপতির পাখা অথির—ছুটে অধীর অন্ধ হয়ে।
হরিণী চমকি ফিরিয়া চায়
ভ্রমরী গুমরি গুমরি গায়
পিয়াল ছায় মলয় বায় সুখে ঘুমায় গন্ধ হয়ে।
ঝরে কুসুমের রেণু—কণা
কানন বধূরা আনমনা
নূপুর পায় প্রিয়া আমার নেচে বেড়ায় ছন্দ হয়ে।

গান শেষ হইলে শেখর ঝর্ণার হাত ধরিয়া নিজের সম্মুখে বসাইল; ঝর্ণা রকিং চেয়ারে বসিয়া দুলিতে লাগিল। শেখর তাহার অনতিদূরে বসিল।

শেখর। ঝর্ণা, একটা অমানুষকে তুমি মানুষ করে তুললে—

ঝর্ণা। সত্যি।—([সুরে] হরিণী চমকি ফিরিয়া চায়
ভ্রমরী গুমরি গুমরি গায়—)

শেখর। আমার কথা শেষ পর্য্যন্ত শোনো। মানুষ ত করে তুললে কিন্তু তার অবশ্যম্ভাবী পরিণামটা ভেবে দেখেছ কি ?

ঝর্ণা। কৈ না দেখিনি ত—([সুরে]
পিয়াল ছায় মলয় বায় সুখে ঘুমায় গন্ধ হয়ে)

শেখর। পরিণাম হচ্ছে এই যে, মানুষটা তোমাকেই গ্রাস করতে চাইবে। মানুষের দাবী যে অনেক ঝর্ণা! (বেশ ছিলে. এখন হঠাৎ মানুষ তৈরি করে কী বিপদে পড়লে দেখ দেখি!)

ঝর্ণা। (বিপদ কিসের!) মানুষ যদি তৈরি করে থাকি সে মানুষটা ত আমারই! আমি তাকে নিয়ে ভাঙব গড়ব খেলা করব —যা ইচ্ছে করব। তুমি বাধা দেবে কেন?

শেখর। বাধা দিই নি। কিন্তু মানুষটা ত কাঁচের পুতুল নয় —মানুষ!

ঝর্ণা। বেশ ত! ভালই ত! [উঠিয়া] যাই, তোমার খাবার তৈরী হল কি না দেখি গে— [গমনোদ্যত]

শেখর। ঝর্ণা, শোনো—

ঝর্ণা। না—[ফিরিয়া] ঝরে কুসুমের রেণু-কণা
কানন বধূরা আনমনা—

শেখর উঠিয়া ধরিতে গেল; ঝর্ণা হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পলাইল।
শেখর কয়েকবার পায়চারি করিল; তাহার স্মিতমুখ ক্রমশঃ গম্ভীর হইল।

শেখর। না, আর দেরী করা উচিত নয়, কেশব বাবুকে বলা দরকার। কেশব বাবু ভাল লোক, আমাকে অনেক দয়া করেছেন —কিন্তু এই চরম দয়া করবেন কি?—বিশ্বাস হয় না—আমি ত দীন দরিদ্র, জীবন পথের একমাত্র সম্বল গলা [বিমর্ষ হাস্য] তবু— বলা যায় না। ভাগ্য দেবতা কোন পথ দিয়ে কোথায় নিয়ে চলেছেন কে জানে। আশ্চর্য্য মানুষের জীবন! কী খুঁজতে বেরিয়েছিলুম, কী খুঁজে পেলুম। প্রতিহিংসার শ্মশানবহ্নি বুকে নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলুম, যাত্রা শেষে দেখছি ভালবাসার ঘৃত-প্রদীপ জ্বলছে! কিন্তু অনু—আমার হারিয়ে যাওয়া বোন্—সে আজ কোথায়!—

হাত ধরাধরি করিয়া অনু ও কুমারের প্রবেশ। শেখরকে দেখিয়া অনু ক্ষণকালের জন্য পাষাণ মূর্ত্তিতে পরিণত হইল; তারপর ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল

অনু। দাদা!—আমার দাদা! [কাঁদিতে লাগিল]

শেখর অনু! অনু—ছোট বোনটি আমার!

শেখর কিয়ৎকাল আত্মহারা ভাবে ভগিনীকে জড়াইয়া লইয়া চুলে হাত বুলাইয়া আদর করিল তারপর ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া

শেখর। কুমারবাবু, অনু এখানে কি করে এল?

কুমার। এখানেই ত ওর স্থান শেখরবাবু।

শেখর। বুঝতে পারছি না। অনুর সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ কি?

কুমার। অনু আমাকে ভালবাসে, আমি অনুকে ভালবাসি—এর চেয়ে বড় সম্বন্ধ পৃথিবীতে আর কী আছে শেখরবাবু!

শেখর। [ধীরে ধীরে অনুকে ছাড়িয়া দিয়া] তবে—তবে আপনিই?

অনু। [অশ্রুসিক্ত মুখে] দাদা, আমরা আজ বাবার আশীর্ব্বাদ নিতে এসেছি, তুমিই আশীর্ব্বাদ কর।

নতজানু হইয়া শেখরের জানু জড়াইয়া ধরিয়া

শেখর। আশীর্ব্বাদ! কুমারবাবু, আপনি অনুকে বিয়ে করবেন?

কুমার। হ্যাঁ, বাবা যদি অনুমতি না দেন, তাঁর অবাধ্য হয়েই বিয়ে করব। শেখরবাবু, আপনি অনুর দাদা, আপনার কাছে আমি অপরাধী; ক্ষমা চাইবার যোগ্যতা আমার নেই—

শেখর। দরকার নেই, দরকার নেই ভাই! তুমি অনুকে বিয়ে করবে, আমার পক্ষে এই যথেষ্ট—[ঊর্দ্ধে চাহিয়া] আজ কি আমার সব ফিরে পাওয়ার দিন! মনুষ্যত্ব স্নেহ প্রেম—সব এক সঙ্গে পেলুম।

ঝর্ণা প্রবেশ করিল

ঝর্ণা। দাদা—[অনুকে দেখিয়া] ইনি কে?

কুমার। উনি—তোমার বৌদিদি।

ঝর্ণা। অ্যাঁ—সত্যি! ইনিই আমার হারিয়ে যাওয়া বৌদিদি—যাঁর জন্যে তুমি খালি কবিতা আওড়াতে? আজকাল বৌদিকে পেয়েছ বলে বুঝি আর কবিতা বল না?

কুমার। হ্যাঁ, ঝর্ণা!

শেখর। ঝর্ণা, তোমার বৌদির আর একটা পরিচয় আছে—উনি আমার বোন।

ঝর্ণা। উঃ—কী আশ্চর্য্য!—চল ভাই বৌদি, তোমাকে আমার ঘরে নিয়ে যাই—[হাত ধরিয়া লইয়া যাইতে যাইতে] আচ্ছা, তুমিও গান গাইতে জানো—?

কুমার। অপরিচয়ের মাঝে থাক তুমি অগ্যালক বেশে
ঘনিষ্ঠ হলেই তব শালা মূর্ত্তি বাহিরায় এসে!
কি বিচিত্র ব্যাপার! শেখরবাবু, তুমি যে একদিন আমার শালা হবে, এ কথা কে জানত!

শেখর। কেউ না। এমন কি তুমি যে একদিন আমার শালা হবে একথাও কেউ জানত না।

কুমার। অ্যাঁ—বল কি! ঝর্ণা তাহলে—?

শেখর। [ঘাড় নাড়িয়া] ঠিক ধরেছ।

দু'জনে সহাস্যমুখে করমর্দ্দন করিল

কুমার। তাহলে বাবার কাছে দু'জনে একসঙ্গেই দরখাস্ত পেশ করব। যদি না মঞ্জুর হয়, তখন দু'জনে হাত ধরাধরি করে একসঙ্গেই রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ানো যাবে—কি বল! মরার বাড়া ত গাল নেই!

কেশব প্রবেশ করিলেন, চক্ষে উন্মাদের দৃষ্টি

কেশব। [নিজমনে] সব গেছে—যাক। টাকা ত ধুলো—যাক। আমার টাকা নয়, আলতার টাকা—আশুর মেয়ের টাকা—হাঃ হাঃ

হাঃ—[উৎকর্ণ ভাবে শুনিয়া] আশু ! তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া পরে হবে, আগে এখানকার দেনা পাওনা শোধ করে নিই। লাল পাঞ্জা! তাকে আমি চাই! যত লাগে—বিশ হাজার, পঞ্চাশ হাজার—তাকে চাই। আমাকে সর্ব্বস্বান্ত করেছে। একবার মুখোমুখি দেখব—সে কে! তারপর—

পৈশাচিক মুখভঙ্গী করিয়া পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিলেন।

শেখর। কেশব বাবু—

কেশব। [বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ফিরিয়া] কে তুমি। তোমাকে ত চিনিনা। [নিকটে গিয়া] তুমিই কি লাল পাঞ্জা!—চিনেছি! চিনেছি! তুমিই লাল পাঞ্জার চিঠি হাতে করে আমার বাড়ীতে ঢুকেছিলে! তোমাকে মদ খাইয়ে মারব ভেবেছিলুম, কিন্তু তুমি মরনি। কুছ পরোয়া নেই, এবার মরতে হবে—[পিস্তল তুলিলেন]

কুমার। বাবা—!

ছুটিয়া গিয়া কেশবের হাত চাপিয়া ধরিল।

কেশব। কে—কুমার! [সন্দিগ্ধ নিরীক্ষণ করিলেন] তুমিই যে লাল পাঞ্জা নও তার প্রমাণ কি? তুমি একটা হা-ঘরে মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে—আমি দিইনি। প্রতিশোধ—হাঃ হাঃ হাঃ—প্রতিশোধ?

টেলিফোন বাজিয়া উঠিল, কেশব ভয়ার্ত্তভাবে চমকিয়া উঠিলেন।

কেশব। ঐ—ঐ! লাল পাঞ্জা হাসছে! ঘুমের মধ্যে ঐ হাসি শুনতে পাই—জেগে শুনতে পাই!—কোথায় গেল! কোথায় গেল। [চারিদিকে চাহিলেন]

(মৃত্যুঞ্জয় প্রবেশ করিল)

কেশব। তুমি! তুমি হাসছিলে? তুমি তাহলে লাল পাঞ্জা! [ঘাড় ধরিলেন]

মৃত্যুঞ্জয়। আজ্ঞে আমি মৃত্যুঞ্জয়।

কেশব। মৃ ত্যু ঞ্জ য়! মৃত্যুকে তুমি জয় করেছ? কি চাও তুমি?

মৃত্যুঞ্জয়। [ভয়কম্পিত স্বরে] আপনার একলাখ টাকার life কোম্পানী accept করেছে, সেই খবর দিতে এসেছিলুম,—আপনার first premiumও দাখিল হয়ে গেছে, রসিদ এনেছি—

কেশব। [ছাড়িয়া দিয়া] ঠিক কথা! এক লাখ টাকার লাইফ ইন্সিওর!—আমি মরলে টাকা পাব ত! [মৃত্যুঞ্জয় সভয়ে ঘাড় নাড়িল] ব্যস্, তাহলে আমার মরা দরকার, এক লাখ টাকা পাব!

রণবীর প্রবেশ করিল

কেশব। দুষমনের মত চেহারা—কে তুমি!

রণবীর। কী সর্ব্বনাশ! এ ত দেখছি উন্মাদ পাগল—কেশব বাবু—

কেশব। ধরেছি—হাঃ—হাঃ—হাঃ এতক্ষণে ধরেছি। লাল পাঞ্জা। [অগ্রসর]

রণবীর। [পিছু হাটিতে হাটিতে] চেপে ধরুন—চেপে ধরুন। কি করছেন আপনারা! দেখছেন না, কেশব বাবু পাগল হয়ে গেছেন!

শেখর। দেখছি ত, কিন্তু ধরবে কে! ওঁর হাতে কি রয়েছে—দেখছেন না?

রণবীর। ও বাবা।

ত্রিদিব প্রবেশ করিল

ত্রিদিব। কেশববাবু, শুনলুম নাকি—এ কি!

কেশব। তুমি ত্রিদিব ব্যারিষ্টার। বলতে পার লাল পাঞ্জা কে?—বলবে না! গুলি করব, সবাইকে খুন করব! বলবে

না? [একে একে সকলের দিকে তাকাইয়া] এরা সবাই লাল পাঞ্জা!! [চীৎকার] সবাইকে আমি খুন করব! কিন্তু না, পিস্তলে একটি গুলি আছে!—তবে উপায়! কাকে মারি?—ঠিক হয়েছে; আমি মরব। লাইফ ইন্সিওর করেছি, মরলে লাখ টাকা পাব—লাখ টাকা—

নিজের বুকে পিস্তল লাগাইয়া ছুঁড়িলেন।

এই সময়ে দুই দিক হইতে এক সঙ্গে অজয় ও লালচাঁদ প্রবেশ করিল

লালচাঁদ। [মৃতদেহ দেখিয়া] এক নম্বর—নিষ্ক্রান্ত! বাকি সকলেই উপস্থিত। দাঁড়ান, কেউ নড়বেন না; আমি পুলিশে ফোন্ করছি—

রণবীর। আপনি কে?

লালচাঁদ। আমি লাল চাঁদ পাঞ্জা [ফোন্ তুলিয়া] হ্যালো—

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অজয়ের গৃহাভ্যন্তরে একটি কক্ষ। আলতা একাকিনী একটি ছোট টেবিলের উপর সযত্নে টেবল-ক্লথ বিছাইতেছে। কাল—সন্ধ্যার পর।

আলতা। আমার সর্ব্বস্ব গিয়েছে—কিন্তু কৈ দুঃখ ত হচ্চে না! বরং মনে হচ্চে, আমার প্রাণটা টাকার তলায় চাপা পড়েছিল, এতদিনে মুক্তি পেয়েছে! [ঘড়িতে সাতটা বাজিল] অজয় বাবু এখনো এলেন না। সেই সাত-সকালে খেয়ে বেরিয়েছেন, এখনো ফেরবার নামটি নেই। পুরুষমানুষ জাতটা বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতে কি ভালোই বাসে! আর আমরা যে সারাদিন একলাটি বাড়ীতে পড়ে থাকি, সেদিকে কারুর নজর নেই। [ঘরের এটা-ওটা গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে] অনু চলে গেছে—সে তার ভায়ের কাছে স্বামীর কাছে গিয়েছে। নিশ্চয় খুব সুখে আছে। আর ঝর্ণা—সে ত অসুখী হতে জানেনা। ওরা বেশ আছে [দীর্ঘশ্বাস] দূর ছাই, কিছু ভাল লাগে না। একটা গান গাই। অনেক দিন গাইনি, হয়ত ভুলে গেছি—[খামখেয়ালী হাস্য]

মৃদুকণ্ঠে গান

ভাল লাগে তার পথ চাওয়া
যে-পথ স্মৃতির ঝরা কুসুমে ছাওয়া
—ভাল লাগে।
সে আসিবে কি না
জানিনা—ওগো জানিনা,

তবু মরমে বাজে বীণা
তনু পুলকে দখিণ হাওয়া
—ভাল লাগে।
মন-বীথি পথে বাজে চরণ-ধ্বনি
রহি শ্রবণ পাতি, প্রহর গণি ;
সে ত আসেনা—
শুধু অচেনা
পায়ের ধ্বনি করে আসা যাওয়া
—ভাল লাগে।

অজয় প্রবেশ করিল ; গান অর্দ্ধপথে থামিয়া গেল।

অজয়। [ধীরে সুস্থে টেবিলের সম্মুখে উপবেশন করিয়া] বেশ গানটি। কার উদ্দেশ্যে গাওয়া হচ্ছে জানতে পারলে আরো ভাল লাগত।

আলতা। [লজ্জা দমন করিয়া গম্ভীর মুখে] কারুর উদ্দেশ্যে গাওয়া হয়নি, নিজের মনেই গাওয়া হচ্ছিল।

অজয়। ও—আমি ভেবেছিলুম বুঝি লাল পাঞ্জাকে—[আলতা অধর দংশন করিল]—যাক্, আমার চা কৈ ? গৃহস্বামী যখন সমস্ত দিন খেটে-খুটে গৃহে ফিরে আসেন, তখন চা তৈরী থাকে না কেন ?

আলতা। চা তৈরি আছে। গৃহ-স্বামীর ত সময়ের ঠিক নাই, তাই থার্ম্মো ফ্লাস্কে ভরে রাখা হয়েছে।

কাবার্ড খুলিয়া চা জলখাবার লইয়া টেবিলে রাখিল।

অজয়। [মহানন্দে] হুর্‌রে ! থ্রি চিয়ার্স ! বন্দে মাতরম্। ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ ! গড্ সেভ্ দি কিং।

আলতা। [স্মিত বিস্ময়ে] কী হ'ল ! চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করলেন যে !

অজয়। [গম্ভীর হইয়া চা পান পূর্ব্বক] দেখ আলতা, আমরা এই পুরুষ জাতটা অত্যন্ত নিরীহ ভালমানুষ; ঠিক সময়ে খেতে পেলে আর কিছু চাইনা। তাই, আমরা বাড়ীতে পদার্পণ করতে না করতে যখন লক্ষ্মী ঠাকরুণের মত চা আর রসগোল্লা এনে হাজির কর, তখন আনন্দে আমাদের প্রাণটা একেবারে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে।

আলতা। [আনন্দ গোপন করিয়া] ও—তাই! আমি ভেবেছিলুম বুঝি আর কিছু হয়েছে।

অজয়। না—আর কিছু হয়নি। [কিছুক্ষণ নিবিষ্ট মনে ভোজন] আচ্ছা, আলতা, অনু চলে গিয়ে অবধি তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে—না?

আলতা। কষ্ট হবে কেন?

অজয়। একলা তোমাকেই ত সংসারের সব কাজ করতে হয়, তাই বলছি।

আলতা। আমি কি এতই অপদার্থ যে দু'জনের সংসার চালাতে পারি না! তার চেয়ে বলুন আপনারই কষ্ট হচ্চে। অনু যেমনটি পারত আমি কি তেমনটি পারি! [অজয় মুখ ফিরাইয়া হাসিল] হাসছেন যে?

অজয়। কৈ হাসলুম! হাসিনি ত।

আলতা। এত মিথ্যে কথাও বলতে পারেন আপনি!

অজয়। অ্যাঁ—হেসেছিলুম নাকি! তাহলে বোধ হয় অন্যমনস্ক হ'য়ে হেসে ফেলেছিলুম।

আলতা। কৈফিয়ৎ দেবার দরকার নেই। [মুখ ভার করিয়া কাবার্ডের নিকট গেল; সেখানে এটা-ওটা নাড়িতে নাড়িতে] আমার একশ'টা টাকা চাই।

অজয়। ওরে ব্বাসরে! একশ' টাকা! হাসির খেসরেৎ নাকি? কী হবে শুনি?

আলতা। দরকার আছে।

অজয়। [পকেট হইতে মনি-ব্যাগ বাহির করিতে করিতে স-নিশ্বাসে] দরকার যখন আছে তখন দিতেই হবে। [উদাস কণ্ঠে] দরকারটা সম্ভবত গোপনীয়, আমি জানতে পারিনা ?

আলতা। [ফিরিয়া] শীত আসছে গরম জামা কাপড় চাই না ?

অজয়। ও—তা একশ টাকার গরম জামা কে পরবে ?

আলতা। আপনি পরবেন, আবার কে পরবে। গরম কাপড় যে এক টুকরো বাড়ীতে নেই, তা জানেন ?

অজয়। তাই আমি একশ টাকার গরম জামা পরে ভাল্লুক সেজে বসে থাকব !—আর তুমি ?

আলতা। আমার আছে। এ বছর চলে যাবে।

অজয়। কেন, একটা ভাল ফার-কোট কিম্বা কাশ্মীরী শাড়ী—

আলতা। বললুম না, আমার আছে।

অজয়। বেশ, যা ভাল বোঝ কর। তুমি যখন বাড়ীর গিন্নী তখন তোমার শাসন মেনে চলতে হবে বৈকি।

অজয় কয়েকটি নোট দিল ; আলতা সেগুলি আলমারিতে তুলিয়া রাখিল

আলতা। অজয় বাবু, একটা কথা কয়েকদিন ধরে আপনাকে জিজ্ঞাসা করব ভাবছি—

অজয়। আমিও একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করব ভাবছি। তা তোমার কথাটাই আগে হোক।

আলতা। [একটু সঙ্কুচিত ভাবে] আমি কি একেবারে নিঃস্ব ? কেশব বাবু কি আমার কিছুই রাখেন নি ?

অজয়। শুধু তোমার বসত-বাড়ীখানা আছে। তা—আজকাল-কার মন্দার বাজারেও তার দাম লাখ দেড়েকের কম হবে না।

আলতা। তাহলে আমি—আপনার গলগ্রহ নই ?

অজয়। না তুমি আমার গলগ্রহ নও—[মুখের পানে চাহিয়া হাসিয়া] বরং আমিই তোমার গলগ্রহ। তোমার টাকায় খাচ্ছি পরছি বাড়ী ভাড়া দিচ্ছি—আর তোমার ওপর প্রভুত্ব করছি।—কি চমৎকার ব্যবস্থা তোমার বাবা করে গিয়েছেন।

আলতা। বাবার কোনো কাজের সমালোচনা করবার ধৃষ্টতা আমার নেই। আপনারও থাকা উচিত নয়।

অজয়। [জিভ কাটিয়া] সমালোচনা করিনি। তিনি আমাকে অনাথ আশ্রম থেকে কুড়িয়ে এনে সবচেয়ে বিশ্বাসের পদে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখতে পেরেছি কিনা জানি না, কিন্তু তাঁর নিন্দে করব এত অধম আমি নই।

আলতা। ও কথা যাক্। এখন আপনি কি বলবেন বলুন।

অজয়। আমি! ও—হ্যাঁ। [ক্ষণেক নীরব থাকিয়া] ছাখ, অনু যতদিন ছিল, কোনো কথা ছিল না, কিন্তু এখন তুমি আর আমি ছাড়া এ বাড়ীতে আর কেউ থাকে না। লোকে হয়ত কুৎসা করবে।

আলতা। [বিস্মিত] কুৎসা করবে কেন?

অজয়। তাদের মন কুৎসিত, তাই কুৎসা করবে। বুঝতে পারছ না?

আলতা। [উত্তপ্ত মুখে] বুঝেছি। আপনি এই সব কুৎসাকে ভয় করেন?

অজয়। নিজের জন্যে করি না। কিন্তু তোমার জন্যে করি।

আলতা। [ঘৃণা ভরে] আমি করি না। ইতর লোকের ঘৃণিত কুৎসা আমি গ্রাহ্য করি না।

অজয়। জন-মত যতই ঘৃণিত হোক, তাকে উপেক্ষা করে সমাজে থাকা চলে না। তাই ভাবছিলুম, তোমার জন্যে একটি সঙ্গিনী যদি যোগাড় করতে পারা যায়—

আলতা। [তীক্ষ্ণ কণ্ঠে] আমরা কি এতই দুর্ব্বল যে আমাদের পাহারা দেবার জন্য একজন চৌকিদার দরকার?

অজয়। আমরা জানি চৌকিদার দরকার নেই, কিন্তু বাইরের লোক ত তা বুঝবে না। [উঠিয়া] দেখি যদি একটি আধবয়সী গিন্নী-বান্নি গোছের ভদ্রমহিলা যোগাড় করতে পারি—সংসারের কাজেও তিনি তোমাকে সাহায্য করতে পারবেন।

আলতা। [জ্বলিয়া উঠিয়া] যে মুহূর্ত্তে আপনি গিন্নীবান্নি ভদ্রমহিলাকে এ বাড়ীতে ঢোকাবেন, সেই মুহূর্ত্তে আমি তাকে বিদেয় করব—এই বলে দিলুম। ভদ্রমহিলার সাহায্য আমি চাই না। এ বাড়ীতে একটা ঝি আছে—সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

পত্র হস্তে ঝি প্রবেশ করিল

ঝি। একটা লোক এই চিঠিখানা দিয়ে গেল।

অজয়ের হস্তে চিঠি দিয়া প্রস্থান

অজয়। [খামের উপরে নাম দেখিয়া] তোমার চিঠি দেখছি।

আলতা। আমার চিঠি! কে লিখেছে?

অজয়। বলতে পারিনা। [ক্ষণেক নীরব থাকিয়া] হয়ত লাল পাঞ্জা!

খাম আলতাকে দিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান

আলতা। [খাম উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে] আমাকে ত কেউ চিঠি লেখে না। তবে কি সত্যিই— [পত্র বাহির করিয়া পড়িল] না, রণবীর বাবু লিখেছেন! কি অশ্চর্য্য! [কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি ভাবে বসিয়া রহিল] না—আমি যাব। [পত্র দেখিয়া] অজয় বাবু সম্বন্ধে গোপনীয় কথা! কী গোপনীয় কথা! কি করেছেন উনি?—আমি যাব; আমাকে জানতেই হবে। কিন্তু এই রাত্রে! তা হোক—দোষ কি! রণবীর বাবু একজন ডাক্তার, ভদ্রলোক—দোষ কি? [পত্র দেখিয়া]

একলা ট্যাক্সিতে করে যেতে লিখেছেন ! তাই যাব—আজই আমার জানা দরকার। অজয় বাবু সম্বন্ধে গোপনীয় কথা কী থাকতে পারে ? জানতে ভয় করছে—তবু না জেনেও আমি পারব না—

বেশভূষার সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া আলতা বাহির হইবার উপক্রম করিল
সে দ্বারের সম্মুখীন হইয়াছে—অজয় প্রবেশ করিল

অজয়। [আপাদমস্তক দেখিয়া] কোথায় যাচ্ছ ?

আলতা। আমি একটু বেরুব। আমার দরকার আছে।

অজয়। এত রাত্রে কোথায় তোমার দরকার ? [আলতা নীরব] আলতা, কী হয়েছে, কে চিঠি লিখেছিল ?

আলতা। তা আমি বলতে পারব না। অজয় বাবু, আমার বিশেষ দরকার, এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসব।

অজয়। চল—আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

আলতা। না—আমি একলা যাব। [গমনোদ্যত]

অজয়। আলতা, যেও না। আমি—আমি মিনতি করছি, যেও না।

আলতা। আমাকে যেতেই হবে অজয় বাবু, আমার দরকার আছে— [প্রস্থান]

অজয় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল

অজয়। দরকার আছে !—পৃথিবীতে শুধু আমারই কিছু দরকার নেই—

চিঠিখানা মেঝেয় পড়িয়াছিল ; দেখিতে পাইয়া অজয় সাগ্রহে তুলিয়া লইল

দ্বিতীয় দৃশ্য

রণবীরের গৃহে দ্বিতলের একটী কক্ষ। মেঝের কার্পেট, একটী সোফা, একটী ঔষধের আলমারি প্রভৃতি রহিয়াছে। রণবীর বক্ষ বাহুবদ্ধ করিয়া পায়চারি করিতেছে। সময়—রাত্রি।

রণবীর। অর্দ্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্সে—রাজত্ব ত ফাঁক হয়ে গেছে—এখন বাকি রাজকন্সে। তাই বা মন্দ কি! দেখি কে পায়। [দ্বারের নিকট গিয়া উচ্চকণ্ঠে] হরিহর!

শীর্ণকায় কম্পাউণ্ডার প্রবেশ করিল

হরিহর। আজ্ঞে?

রণবীর। রাত হয়েছে, ডিস্‌পেন্সারি বন্ধ করে তুমি বাড়ী যাও। আর রামদীনকে বলে দাও, আজ রাত্তিরটা তার ছুটি। কাল সকালে যেন আসে।

হরিহর। যে আজ্ঞে—[স্বগত] আজ একটু রকম ফের আছে দেখছি। আজ্ঞে তা রাত্তিরে যদি রুগী আসে?

রণবীর। আসে ত আমি আছি—যাও।

হরিহর। [স্বগত] হুঁ হুঁ—রুগী নয়, রুগিনী অসছে।—যে আজ্ঞে—

[প্রস্থান]

রণবীর আলমারি হইতে ব্র্যাণ্ডি আনিয়া এক মেজার গ্লাস পান করিল

রণবীর। ঐ অজয়টা হচ্ছে হর্ত্তেল ঘুঘু! মিট্‌মিটে ডান, ছেলে খাবার রাক্ষস। কিন্তু বাবা আমিও এক হাত ভানুমতীর খেল দেখিয়ে দোব। [আবার মদ্যপান] ক'দিন থেকে মনে হচ্ছে একটা লোক অনবরত আমার পেছু পেছু ঘুরছে! কেউ কিছু সন্দেহ করে নাকি? [চিন্তা] কোকেন বিক্রী করি—তা কোন্ শালার ডিস্‌পেন্সারি করেনা? আর, এ ব্যাপার ত এখনো আরম্ভই হয়নি; আজই হেস্ত নেস্ত হয়ে যাবে।

[ঘড়ি দেখিয়া] আস্‌বার সময় হ'ল। আসবে নিশ্চয় ; না এসে যাবে কোথায়! [উৎকর্ণ ভাবে শুনিয়া] ঐ আসছে—সিঁড়িতে পায়ের শব্দ—প্রথমটা নিজমূর্ত্তি দেখানো চলবে না ; ভদ্রভাবে—মার্জ্জিত ভাবে—গায়ে সভ্যতার বার্ণিস লাগিয়ে—[মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া দাঁড়াইল]

আলতার প্রবেশ

আলতা। রণবীর বাবু—

রণবীর। আসুন মিস্‌ আলতা। এই কৌচটাতে বসুন ; আপনি আমার বাড়ীতে পদার্পণ করবেন, এ সৌভাগ্য আমার কল্পনার অতীত—

আলতা। আপনার চিঠি পেয়ে আসতে হল। নৈলে এত রাত্রে—

রণবীর। [অনুযোগের স্বরে] কি করব মিস্‌ আলতা, চিঠি লেখা ছাড়া আমার আর গতি ছিল না। আপনি হয়ত জানেন না, আমি একবার বন্ধুভাবে আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম, কিন্তু এমনি আমার দুর্ভাগ্য দেখা ত পেলুমই না, উপরন্তু অজয়বাবু আর ত্রিদিববাবু আমাকে অপমান করে বিদেয় করে দিলেন—

আলতা। সে আমি শুনেছি—কিন্তু ও কথা থাক—কী গোপনীয় কথা বল্‌বেন লিখেছিলেন—

রণবীর। [পাশে বসিয়া] মিস্‌ আলতা, আপনি হয়ত আমাকে একজন সাধারণ বন্ধু বলেই মনে করেন। কিন্তু আপনার প্রতি আমার মনোভাব যে কত গভীর—

আলতা। [তাড়াতাড়ি] কি গোপনীয় কথা বলবেন বলুন। অজয় বাবু সম্বন্ধে আপনি কী জানেন ?

রণবীর। পরের নিন্দে করতে আমি ভালবাসিনা। কিন্তু অজয়-

বাবু সম্বন্ধে আমি এমন অনেক কথা জানি যা মহিলার সামনে বলা যায়না—

আলতা। [উঠিয়া দাঁড়াইয়া] তবে আমাকে মিছে ডেকে পাঠিয়েছিলেন কেন ?

রণবীর। বসুন বসুন। আপনি যখন শুনতে চান তখন বলছি।—অজয় চৌধুরী যে একজন জোচ্চোর ধড়িবাজ, এতদিনে নিশ্চয় আপনি তা বুঝতে পেরেছেন। আপনার বাবাকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে উইল তৈরী করে নিয়েছিল তার ফলে আপনি এখন তার বাড়ীতে একরকম বন্দী হয়ে আছেন।

আলতা। মিথ্যে কথা! অজয় বাবু জোচ্চোর নন্; আর, তাঁর বাড়ীতে আমার বন্দী হয়ে থাকার কথাও মিথ্যে!

রণবীর। মিথ্যে! জানেন, এই নিয়ে আপনার কি জঘন্য বদনাম রটেছে? সমাজে ত কাণ পাতবার যো নেই! কিন্তু আপনি জানবেন কোথেকে! অজয় যে অনাথ আশ্রমের কুড়ানো ছেলে, একথাও বোধ হয় জানেন না ?

আলতা। জানি—তিনি নিজের মুখেই বলেছেন। আপনার আর কিছু বলবার আছে ?

রণবীর। আছে বৈকি! জানেন, কেশববাবু আপনার যত টাকা শেয়ার মার্কেটে লোকসান দিয়েছেন, সব অজয়ের পকেটে গেছে! আপনাকে নিঃস্ব করে আজ সে বড়মানুষ।

আলতা। [উদ্ভাসিত মুখে] সত্যি! আমি জানতুম না। রণবীরবাবু, এত বড় সুখবর আপনি যে আমাকে দেবেন তা আমি প্রত্যাশা করিনি। কিন্তু আর বোধ হয় আপনার কিছু বলবার নেই! আমি তাহলে উঠলুম—নমস্কার।

রণবীর। [দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইল] আলতা বোসো। এখনো আমার আসল কথাই বলা হয় নি।

আলতা। আসল কথা!

রণবীর। হ্যাঁ—আসল কথা। আলতা, আমি তোমাকে ভালবাসি।

আলতা। রণবীর বাবু!

রণবীর। আলতা, আমি তোমাকে চাই। মরুভূমির তৃষ্ণায় পাগল হয়ে মানুষ যে ভাবে জল চায় আমি তেমনি তোমাকে চাই—[অগ্রসর]

আলতা। রণবীরবাবু! এ সব আপনি কী বলছেন! মিথ্যে ছল করে আমাকে এখানে এনে এ সব কথা বলতে আপনার সঙ্কোচ হচ্চে না? আপনি না ভদ্রলোক!

রণবীর। ভদ্রলোক! পৃথিবীতে ভদ্রলোক নেই, সবাই পশু!—কেবল মুখের ওপর এক পোঁচ ভদ্রতার বার্ণিশ মাখানো। আলতা—[অগ্রসর]

আলতা। পথ ছাড়ুন, আমি বাড়ী যাব।

রণবীর। বাড়ী যাবে, তোমার বাড়ী কোথায়? সে ত অজয়ের বাড়ী।

আলতা। সেই বাড়ীই আমার বাড়ী।

রণবীর। সেখানে আর তুমি ফিরে যাবে না আলতা। আজ থেকে আমার বাড়ীই তোমার বাড়ী। [নরম সুরে] আলতা, আমার কোনো কু মৎলব নেই, আমি তোমাকে বিয়ে করব।

আলতা। আপনি যদি আমাকে এখনি পথ ছেড়ে না দেন, আমি চেঁচামেচি করব।

রণবীর। চেঁচামেচি করবে! [কুটিল হাস্য] এ বাড়ীতে আর কেউ নেই—শুধু তুমি আর আমি!

আলতা। [ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে] অঁ্যা—

রণবীর। চেঁচামেচি কান্নাকাটি কিছুতেই কিছু হবে না—আট ঘাট বেঁধে কাজ করেছি!—শোনো আলতা, আমি মরীয়া; যদি রাজি না হও, তোমার এমন অবস্থা হবে, যে, তুমি—আমাকে বাধ্য—হয়ে—বিয়ে করবে। বুঝতে পারছ তার মানে?

আলতা অস্ফুট ত্রাসসূচক শব্দ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল

রণবীর। রাজি নও! রাজি নও? আচ্ছা তবে—(আলমারী হইতে হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ আনিয়া] দেখছ? একটি ইনজেকশানে আধমিনিটের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়বে। তারপর?

আলতা। [চীৎকার করিয়া] রক্ষে কর—কে আছ বাঁচাও!

রণবীর। বটে! তবে কে রক্ষে করে দেখি!

রণবীর আলতার হাত টানিয়া ইন্‌জেকশান দিতে উদ্যত হইল, কিন্তু সহসা বিকট হাসির শব্দে কশাহতের মত ফিরিয়া দেখিল, লাল মুখোস পরা একটি লোক দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

রণবীর। লাল পাঞ্জা। [সিরিঞ্জ পড়িয়া গেল]

লালপাঞ্জা রণবীরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কিয়ৎকাল উভয়ের এইভাবে অবস্থান

লাল পাঞ্জা। [বিকৃত কণ্ঠে] পিছু ফের।

যন্ত্রচালিতবৎ রণবীর ফিরিল। লালপাঞ্জা সিরিঞ্জ কুড়াইয়া লইল তাহার হাতে ইনজেকশান দিল।

রণবীর। [জড়িত কণ্ঠে] লাল পাঞ্জা—চিনেছি—তোমাকে—

অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িল

আলতা এতক্ষণ মৃন্মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া ছিল, লালপাঞ্জা তাহার নিকটে গেল

লাল পাঞ্জা। [কর্কশ স্বরে] এস !

আলতা মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিল, লালপাঞ্জা তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

কিছুক্ষণ পরে সতর্কভাবে ত্রিবিদ ঢুকিল।

ত্রিবিদ। কোথায় গেল রণবীরটা! বাড়ীতে কেউ নেই [রণবীরকে দেখিয়া] এ কি! [পরীক্ষা করিতে করিতে] পটল তুলেছে নাকি? না, আছে।

আলমারী হইতে ব্রাণ্ডির বোতল টানিয়া মুখে ঢালিয়া দিল; রণবীর ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল।

রণবীর। তুমি আবার কোত্থেকে এসে জুটলে বাবা! একটি একটি করে এসে হাজির হচ্ছ—তোমাদের কি আজ নৈশ ভোজনের নেমন্তন্ন করেছিলুম? কৈ মনে পড়ছে না ত।

ব্রাণ্ডির বোতল এক নিশ্বাসে শেষ করিল

ত্রিবিদ। কি হয়েছিল তোমার?

রণবীর। কিচ্ছু হয়নি বাবা, মুচ্ছো গিছলুম। 'চাঁদ মুখেতে রোদ লেগেছে ডালিম ফেটে পড়ে।'—ত্রিবিদবাবু, তুমি কি জন্যে এসেছ জানা হল না, আমি চললুম। [উঠিয়া] বড় জবর খবর আছে—পুলিশকে দিতে যাচ্ছি! হাঃ—হাঃ—হাঃ! বলি লাল পাঞ্জাকে চেনো? —চললুম, একবার তাঁর সঙ্গে মোলাকাত করে সটান থানার দিকে রওনা হব। তিনি অধমের ভিটেয় পায়ের ধূলো দিয়েছিলেন কিনা। আমি ত' মরেছি; কিন্তু বাবা মরবার আগে ঘটোৎকচের মতন কুরু বংশ চেপে মরব— [প্রস্থান]

ত্রিদিব কিয়ৎকাল ভ্রুকুঞ্চিত ললাটে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর দ্রুত প্রস্থান করিল।

তৃতীয় দৃশ্য

অজয়ের বহিঃকক্ষ; তক্তপোষ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। একটি ডেক-চেয়ারে আলতা চক্ষু মুদিয়া শুইয়া আছে। অজয় তাহাকে বাতাস করিতেছে ও মাঝে মাঝে উৎকণ্ঠিত কোমল কণ্ঠে নাম ধরিয়া ডাকিতেছে।

আলতা ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, তারপর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া ভীতচক্ষে চারিদিকে চাহিল

অজয়। ভয় নেই আলতা, তুমি নিজের বাড়ীতে ফিরে এসেছ।

আলতা। তুমি! [দু'হাত দিয়ে অজয়ের হাত চাপিয়া ধরিয়া হাতের উপর কপাল রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, তারপর অশ্রুসিক্ত মুখ তুলিল] আর কক্ষনো তোমার অবাধ্য হব না।

অজয়। লক্ষী মেয়ে। [সযত্নে চুলে হাত বুলাইয়া দিল।]

আলতা। কিন্তু—আমি কি করে এখানে ফিরে এলুম! লাল পাঞ্জা! লাল পাঞ্জা কৈ?

অজয়। [বিরস স্বরে] কৈ এখানে 'ত দেখছি না।—তাকে আবার কেন?

আলতা। তিনি—তিনিই আমাকে উদ্ধার করেছিলেন। উঃ—সে সময় তিনি যদি না যেতেন তাহ'লে আমার যে কি হত—

অজয়। থাক—লাল পাঞ্জার বীরত্ব কাহিনী শোনবার আমার আগ্রহ নেই।

আলতা। তিনি কে তাও যদি জানতে পারতুম, বুকের রক্ত দিয়ে তাঁর পূজো করতুম।

অজয়। হুঁ—ব্যাপার অনেকদূর গড়িয়েছে দেখছি।—কিন্তু মনে রেখো এখনি প্রতিজ্ঞা করেছ কখনো আমার অবাধ্য হবে না।

আল্‌তা। তাতে কি হয়েছে ?

অজয়। অর্থাৎ লাল পাঞ্জাকে যদি বিয়ে করতে চাও, হয়ত আমার অমত হতে পারে।

আলতা অজয়ের প্রতি একটী চকিত কটাক্ষ হানিল ; তাহার মুখে অল্প হাসি স্ফুরিত হইয়া উঠিল।

আল্‌তা। অমত হবে কেন! লাল পাঞ্জা কি সুপাত্র নয় ?

অজয়। অতি বড় সুপাত্র হলেও আমার অমত হতে পারে।

আল্‌তা। কেন অমত হবে সেই কথাই ত জানতে চাইছি।

অজয়। আমার স্বার্থ আছে।

আল্‌তা। কী স্বার্থ ?

অজয়। স্বার্থ কি একটা ? ধর, বিয়ে হলেই ত তুমি এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে, তখন আমাকে রেঁধে খাওয়াবে কে ?

আল্‌তা। [অর্দ্ধ স্বগত] এ বাড়ী ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না।

অজয়। অ্যাঁ! তবে কি লাল পাঞ্জাকে নিয়ে এইখানেই ঘর সংসার পাতবে মৎলব করেছ না কি ?—আর আমি ?—

আল্‌তা। [মুখ টিপিয়া হাসিল] আপনিও থাকবেন। রেঁধে খাওয়ানোর জন্যেই ত আমাকে দরকার—তা রেঁধে খাওয়াব।

অজয়। অর্থাৎ এমন রান্না রাঁধবে যে দুদিনে আমাকে বাড়ী ছেড়ে পালাতে হবে। তখন তুমি আর লাল পাঞ্জা সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর-কন্না করবে—এই ত ?

আল্‌তা। লাল পাঞ্জার ওপর কি হিংসে হচ্চে নাকি ?

অজয়। হিংসে হবে কিসের জন্যে।

আলতা। তবে তাঁর ওপর আপনার এত রাগ কেন ? [কাছে আসিয়া] আমার বিছানায় তিনি ফুল রেখেছিলেন বলে।

অজয়। [গর্জ্জন করিয়া] হ্যাঁ! কেন তোমার বিছনায় ফুল রাখবে? কোন্ অধিকারে? আর, তুমিই বা তাকে বিয়ে করতে চাইবে কেন?

আলতা। তাহলে সত্যিই হিংসে করেন [আরো কাছে আসিয়া] আচ্ছা মনে করুন, আমি যদি লাল পাঞ্জাকে বিয়ে করতে না চাই, আর একজনকে বিয়ে করতে চাই—তাহলে আপনি কি করবেন?

অজয়। আর একজনকে! কাকে?

আলতা। যাকে আমি ভালবাসি; যে আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না; আমার সর্ব্বস্ব ঠকিয়ে নিয়ে যে পকেটে পুরেছে;—

(গলা কাঁপিতে লাগিল)

অজয়। আলতা!—[আলিঙ্গনবদ্ধ]

টলিতে টলিতে রণবীর প্রবেশ করিল। আলতা তাড়াতাড়ি অজয়কে ছাড়িয়া দিয়া রণবীরকে দেখিয়া আবার সভয়ে অজয়ের বুকে মুখ লুকাইল।

রণবীর। তোফা! কেয়াবাৎ! একেবারে রাধাকৃষ্ণের মিলন, কেবল কদম গাছটি নেই।—কিন্তু স্রেফ রাসলীলা করলেই ত চলে না অজয়বাবু, এবার যে গিরি গোবর্দ্ধন ধারণ করতে হবে।

অজয়। রণবীর বাবু, আপনি এখানে কি চান?

রণবীর। কিছু চাইনা বাবা; যা চেয়েছিলুম তা ত বেহাত্ হয়ে গেছে। এখন পুলিশে যাচ্ছি!—হাঃ হাঃ হাঃ—লাল পাঞ্জা! খুঁজি খুঁজি নারি যে পায় তারি।

অজয়। আপনার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি?

রণবীর। মাথা মেজাজ চরিত্র—বিলকুল খারাপ হয়ে গেছে বাবা। কিন্তু তোমায় আমি চিনেছি। ভিজে বেরালটি সেজে থাকো, দেখলে মনে হয় ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জান না কিন্তু এবার একেবারে নিঃযশ চিনেছি।

অজয়। আপনি বলতে চান কি।

রণবীর। বলতে চাই যে, তুমিই—লাল পাঞ্জা!

ত্রিদিব প্রবেশ করিল

ত্রিদিব। মিথ্যে কথা!—রণবীর, লাল পাঞ্জা কে, দেখতে চাও! এই গ্যাখ—

উন্মুক্ত করতল দিয়া রণবীরের বুকে আঘাত করিল, তাহার বুকে রক্তবর্ণ পাঞ্জার ছাপ পড়িল।

রণবীর। অ্যাঁ—তুমি [অভিভূত ভাবে একবার অজয়ের দিকে, একবার ত্রিদিবের দিকে তাকাইতে লাগিল] তবে কি আমি ভুল করলুম—

তক্তপোষের তলা হইতে লালচাঁদ বাহির হইল।

লালচাঁদ। ভুলই করেছ রণবীর ডাক্তার।

রণবীর। তুমি আবার কে, তক্তপোষের তলা থেকে বেরিয়ে এলে? আয়ান ঘোষ?

লালচাঁদ। না, আমি পুলিশ ইন্সপেক্টর লালচাঁদ পাঞ্জা (হুইসিল্ বাজাইল) ত্রিদিববাবু, আপনি নিজের মুখে স্বীকার করছেন যে আপনি লাল পাঞ্জা?

ত্রিদিব। স্বীকার না করে আর উপায় কি? অনেকগুলি সাক্ষী গজিয়ে গেছে যে!

অজয়। ত্রিদিবদা, এ তুমি কি করছ?

ত্রিদিব। ঠিক করছি অজয়, তুমি কথা কয়ো না।

আলতা। ত্রিদিববাবু, আপনি—লাল পাঞ্জা!

ত্রিদিব। বিশ্বাস হচ্চে না? কিন্তু আমার লাল পাঞ্জা হওয়াই ত সব চেয়ে স্বাভাবিক! আমি জেলে গেলে কারুর কোনো অসুবিধা নেই—অতএব আমিই লাল পাঞ্জা!

অজয়। ত্রিদিব দা—

ত্রিদিব। চুপ— [স্থিরনেত্রে কিছুক্ষণ অজয় ও আলতার যুগ্মমূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিল ; তারপর লালচাঁদের দিকে ফিরিল] ইন্সপেক্টর বাবু, এবার অমাকে গ্রেপ্তার করুন।

দুইজন কনষ্টেবল প্রবেশ করিল।

লালচাঁদ। আপনার হাতে হাতকড়া লাগাবার দরকার নেই, আমি জানি আপনি পালাবেন না। ত্রিদিববাবু, লালপাঞ্জা আজ পর্য্যন্ত কোনও অন্যায় অত্যাচার করে নি, বরং যেখানে পুলিশের হাত নেই, সেখানে সে দুর্ব্বৃত্তের হাত থেকে দুর্ব্বলকে রক্ষা করেছে। কিন্তু তবু, দেশের আইনের চোখে সে অপরাধী ; কারণ, আইনকে ডিঙিয়ে নিজের হাতে শাসনের ভার তুলে নেবার অধিকার কারুর নেই। তাই বাধ্য হয়ে আপনাকে আজ আমি গ্রেপ্তার করছি। আপনি অপরাধী কি না, এবং আপনার অপরাধের গুরুত্ব কতখানি সে বিচার আদালত করবেন।

ত্রিদিব। আলতা, চললুম তাহলে।—তোমাদের দুজনের মধ্যে বেশ ভাব হয়ে গেছে তা বুঝতে পারছি। আর ঝগড়া ঝাঁটি করো না। অজয়, বিয়ের নেমন্তন্নটা বোধ হয় আমার ফস্কে গেল : যাহোক, তারপরে আর একটা শুভদিনে নিশ্চয় হাজির থাকতে পারব—বছর খানেকের বেশী জেলে থাকতে হবে না। চলুন লালচাঁদ বাবু!

লালচাঁদ। দাঁড়ান ! শুধু আপনি নন, আর একটি আসামী এখানে রয়েছে। রণবীর ডাক্তার, তোমাকেও যেতে হবে।

[হাতে হাতকড়া পরাইল]

রণবীর। আমি!—আমি কি করেছি ?

লালচাঁদ। আজ রাত্রে যা করেছ সেটা ছেড়ে দিলুম, কারণ তাতে একটি সম্ভ্রান্ত মহিলার নাম জড়িয়ে আছে। কিন্তু তুমি যে বে-আইনী

কোকেন বিক্রী কর এ খবরটা ত পুলিশ মহলে চাপা নেই ডাক্তার। তিন দিন আগেই ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে—এখন চল। গিরিগোবর্দ্ধন ধারণ তোমাকেই করতে হবে।

ত্রিদিব ও রণবীরকে লইয়া কনেষ্টবলদ্বয় প্রস্থান করিল
লালচাঁদ একটু ইতস্তত করিল।

অজয়। ইন্সপেক্টর বাবু, আমায় কি কিছু বলবেন ?

লালচাঁদ। হ্যাঁ সামান্য একটা কথা!—অজয়বাবু, আমি পুলিশ বটে কিন্তু নির্ব্বোধ নই—কিছু কিছু বুঝি। আশাকরি লাল পাঞ্জার জীবনে এইখানেই যবনিকা পড়ল। নমস্কার।

(প্রস্থান)

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল।

আলতা। [অস্ফুটস্বরে] ত্রিদিব বাবু—লালপাঞ্জা!

অজয়। আলতা, এখনো বুঝতে পার নি ?

আলতা। কি বুঝব ?

অজয়। ত্রিদিব দা কতবড় আত্মত্যাগ করে জেলে চলে গেলেন।

আলতা। আত্মত্যাগ! কিন্তু উনিই ত লালপাঞ্জা!

অজয়। না আলতা, উনি লালপাঞ্জা নয়। শুধু, তোমার-আমার সুখে পাছে এতটুকু বিঘ্ন হয়, তাই উনি পরের অপরাধ নিজের ঘাড়ে তুলে নিলেন।

আলতা। লালপাঞ্জা তবে কে ?

অজয়। লালপাঞ্জা—[খামখেয়ালী হাস্য] এই হাত—[আরক্ত করতল দেখাইল]

আলতা। তুমি—তুমি—তুমি—[দীর্ঘকাল মুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল] তুমি আমার বিছানায় ফুল রেখেছিলে ? [অজয় স্মিতমুখে ঘাড় নাড়িল]

তুমিই আজ আমার উদ্ধার করেছ? [অজয় শুধু হাসিল] লালপাঞ্জার ওপর তাহলে আর তোমার রাগ নেই?

অজয়। না। এখন তুমি স্বচ্ছন্দে তাকে বিয়ে করতে পার।

আলতা। দাঁড়াও। আগে তোমাকে—মানে—লালপাঞ্জাকে প্রণাম করি।

নতজানু হইয়া গলায় আঁচল দিয়া অজয়কে প্রণাম করিল।

যবনিকা